প্রথম প্রকাশ	জুন ২০২১ ইং
দ্বিতীয় সংস্করণ	জানুয়ারী ২০২৩ ইং

যাকাত বিশ্বকোষ

মূল	মুফতী মুহাম্মদ ইনআমুল হক কাসেমী
অনুবাদ	মাওলানা আবু হানীফ
প্রকাশক	মাওলানা আনোয়ার হোসাইন আনোয়ার লাইব্রেরী ১১/১ ইসলামী টাওয়ার বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০

স্বত্ব	প্রকাশক কর্তৃক সর্বস্বত্ব সংরক্ষিত

মূল্য	৮০০.০০ টাকা মাত্র

সূচীপত্র

বিষয় পৃষ্ঠা

অভিমত ৩৯
বাণী ও দোয়া ৪২
লেখকের কথা ৪৪

অ

অধিক সন্তানের পিতাকে যাকাত প্রদান ৪৭
অনুমতি ছাড়া অন্যের যাকাত আদায় করা ৪৭
অনুমতি নিয়ে অন্যের যাকাত আদায় করা ৪৭
অনুমান করে যাকাত দেওয়া ৪৮
অনুমান করে মূল্য নির্ধারণ করা ৪৮
অমুসলিমকে দিয়ে যাকাত বণ্টন করানো ৪৮
অমুসলিম গরীবকে যাকাত দেওয়া ৪৮
অন্য শহরে যাকাত প্রেরণ করা ৪৯
অন্য দেশের মুসলমানদেরকে যাকাত দেওয়া ৫০
অজ্ঞ ব্যক্তিকে যাকাত বণ্টনের জিম্মাদার বানানো ৫০
অলংকারে যদি খাদ মিশানো থাকে ৫০
অলংকারের নেসাব ও যাকাত ৫০
অলংকারের যাকাত ৫১
অলংকারের যাকাত মহিলা কীভাবে দেবে ৫৩
অল্প-অল্প করে সঞ্চিত টাকার বিধান ৫৪
অল্প-অল্প করে যাকাত দেওয়া ৫৪
অগ্রিম টাকা প্রদানের পর যাকাতের নিয়ত করা ৫৫
অগ্রিম যাকাত আদায় করা ৫৫

আ

আতরের যাকাত ৫৬
আদালতের রায়ের মাধ্যমে অর্জিত সম্পদের যাকাত ৫৬
আমদানীকৃত মালের যাকাত ৫৬
আফিম ৫৭

বিষয় পৃষ্ঠা
আমানতদার যাকাতের টাকা খরচ করা ৫৭
আমানতের টাকার উপর যাকাত..... ৫৮
আসমানী ফয়সালা..... ৫৮
আত্মসাৎকৃত মালের যাকাত ৫৯
আয় যথেষ্ট কিন্তু ঋণী.....৫৯
আয় কম এমন ব্যক্তিকে যাকাত প্রদান.....৬০
আয় পর্যাপ্ত হলে ৬০
আয়ের হিসাব প্রতি বছর রাখা জরুরী কি না.....৬০

ই

ইন্স্যুরেন্সের টাকার যাকাত ৬১
ইনকাম ট্যাক্স..... ৬১
ইমাম সাহেবকে বেতন হিসেবে যাকাত দেওয়া ৬১
ইমাম সাহেবকে যাকাত দেওয়া ৬২
ইয়াকুত পাথরের যাকাত ৬৩

ঈ

ঈসালে সওয়াবের জন্য যাকাতের টাকা দেওয়া ৬৩
ঈদ উপলক্ষে যাকাতের টাকা দিয়ে বখশিশ দেওয়া.....৬৩

উ

উকিলকে যাকাত প্রদানের পূর্ণ এখতিয়ার দেওয়া ৬৩
উকিল অন্য কাউকে তার প্রতিনিধি বানাতে পারবে.....৬৪
উকিল কখন নিজে যাকাত নিতে পারবে.....৬৪
উকিল কর্তৃক যাকাতের টাকায় পণ্য ক্রয় করে দেওয়া.....৬৪
উকিল কর্তৃক যাকাতের টাকা পরিবর্তন করা.....৬৬
উকিল তার নিকটাত্মীয়দের যাকাত দিতে পারবে ৬৬
উকিল যাকাত গ্রহণের উপযুক্ত হলে.....৬৬
উকিল যাকাত আদায়ের পূর্বেই মুআক্কিলের মৃত্যু হলে.....৬৭
উকিলের টাকার সঙ্গে মুআক্কিলের টাকা মিশ্রিত করা.....৬৭
উকিলের কাছ থেকে যাকাতের টাকা হারিয়ে গেলে ৬৭
উটের যাকাত..... ৬৭

বিষয় পৃষ্ঠা

উত্তরাধিকার সূত্রে পাওয়া সম্পদের যাকাতের বিধান ৬৮
উদাসীনতার কারণে যাকাত না-দিলে ৬৮
উপহার/গিফটের নামে যাকাত দেওয়া ৬৯
উপার্জনে সক্ষম ব্যক্তিকে যাকাত দেওয়া ৬৯
'উরফ' তথা প্রচলন বলতে কী বুঝায়? ৬৯
উশর অনাদায়ী থাকলে ৭০
উশর আদায় করার পূর্বে উৎপাদিত ফসল ব্যবহার করলে ৭১
উশর আদায় না-করলে গুনাহগার হবে ৭১
উশর আদায়ে শস্যের মূল্য দেওয়া ৭১
উশর আদায়ের পর যাকাত দেওয়া ৭১
উশর আদায়ের পূর্বে ব্যয় বাদ দেওয়া ৭১
উশর ঋণগ্রস্ত ব্যক্তির উপরও ওয়াজিব ৭২
উশর এবং খেরাজের মধ্যে পার্থক্য ৭২
উশর এবং যাকাতের মধ্যে পার্থক্য ৭২
উশর এর নেসাব ৭২
উশর এর হকদার কারা ৭৩
উশর ও উৎপাদন খরচ ৭৩
উশর ফরয হওয়ার শর্তাবলী ৭৩
উশর মাফ হয়ে যায় যেসব ক্ষেত্রে ৭৪
উশর মাফ হয় না ৭৫
উশর মৃত্যুর কারণেও মাফ হয় না ৭৫
'উশর' শব্দের অর্থ ও প্রকারভেদ ৭৫
উশরী জমিনে উৎপন্ন ফল-ফসলের যাকাত ৭৬
উশরের জরিমানা ৭৬
উশরের বিধান ৭৬
উশরের ব্যয়খাত ৭৭
উশরের হিসাব কখন থেকে হবে ৭৭
উৎপাদিত ফসলের উশর ৭৭
উৎপাদিত ফসল ধ্বংস হয়ে গেলে ৭৭

বিষয় পৃষ্ঠা

ঋ

ঋণের সংজ্ঞা ও প্রকারভেদ ৮৮
ঋণ অল্প-অল্প করে উসুল হলে ৭৯
ঋণ কিস্তিতে উসুল হলে ৭৯
ঋণ পরিশোধের জন্য যাকাত দেওয়া ৭৯
ঋণ দিচ্ছি বলে যাকাত দেওয়া ৮০
ঋণ হিসেবে দেওয়া টাকার যাকাত ৮০
ঋণনির্ভর ব্যবসার যাকাত ৮১
ঋণ দেওয়ার পর যাকাতের নিয়ত করা ৮১
ঋণপ্রার্থীকে যাকাত দিয়ে দিলে ৮২
ঋণ মাফ করে দিলে যাকাতের হুকুম ৮২
ঋণ মাফ করে দিলে যাকাত আদায় হবে না ৮২
ঋণ ফেরত পাওয়ার আশা না-থাকলে যাকাতের বিধান ৮৩
ঋণীর উপর যাকাত ৮৩
ঋণী ব্যবসায়ীকে যাকাত দেওয়া ৮৪
ঋণী ব্যক্তির যাকাত ৮৪
ঋণের টাকায় যাকাত ৮৫
ঋণের টাকা যাকাতের মধ্যে হিসাব করা ৮৫
ঋণের যাকাত কার উপর? ৮৬
ঋণের নামে যাকাত দেওয়া ৮৬
ঋণগ্রস্তকে যাকাত দিয়ে নিজের পাওনা ঋণ উদ্ধার করা ৮৬
ঋণগ্রহীতা ঋণের টাকার যাকাত দিয়ে দিলে ৮৭
ঋণগ্রহীতার অস্বীকৃতির ক্ষেত্রে যাকাতের বিধান ৮৭

এ

একান্নভুক্ত পরিবারের যাকাত ৮৮
এতিমখানা নির্মাণ করা যাকাতের টাকা দিয়ে ৮৮
এতিমখানার নির্মাণ কাজে যাকাতের টাকা ব্যয় করা ৮৯
এতিমখানার কর্মচারীর বেতন যাকাতের টাকা দিয়ে দেওয়া ৮৯
এতিমখানায় যাকাত দেওয়া ৮৯
এতিমকে যাকাত দেওয়া ৮৯

বিষয় পৃষ্ঠা

ও

ওষুধ যাকাত হিসেবে প্রদান করা ৯০
ওষুধের উপর যাকাত ৯০
ওষুধের যাকাত ৯১
ওস্তাদকে যাকাত দেওয়া ৯১
ওয়াকফকৃত জমির বিধান ৯১
ওয়াকফকৃত মালের বিধান ৯১
ওয়াকফকৃত প্রাণীর হুকুম ৯২
ওয়ারিশদের জন্য রাখা টাকার যাকাত ৯২

ক

কবরস্থান আয়ত্তে আনার জন্য যাকাত দেওয়া ৯২
কবরস্থানের জন্য যাকাত দেওয়া ৯২
কবরস্থানের জন্য যাকাতের টাকা দিয়ে জমিন কেনা ৯৩
কন্যাকে যাকাত দেওয়া ৯৩
কন্যার জন্য ক্রয় করা স্বর্ণের যাকাত ৯৩
কন্যাদের বিয়ে মৌলিক প্রয়োজনের অন্তর্ভুক্ত ৯৪
কর্মচারীর বেতন বৃদ্ধির দাবীতে যাকাত দেওয়া ৯৪
কর্মচারীদের যাকাতের টাকার খানা দেওয়া ৯৫
কমিশনে যাকাত কালেকশন ৯৬
কর্জে হাসানার যাকাত ৯৬
কনেকে দেওয়া অলংকারের যাকাত ৯৭
কাফন-দাফনে যাকাতের টাকা ব্যয় করা ৯৮
কারখানার যাকাত ৯৮
কারখানার মেশিনের যাকাত ৯৯
কাদিয়ানীকে যাকাত দেওয়া ১০০
কাফেরকে ভুলে যাকাত দিয়ে দিলে ১০০
কাফেরদের শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে যাকাত দেওয়া ১০১
কালেক্টর যাকাতের টাকা পরিবর্তন করা ১০১
কাঁসার যাকাত ১০১

বিষয় পৃষ্ঠা

কেরোসিন তেলের যাকাত ১০১
কোন ধরনের মালের উপর যাকাত ফরয ১০২
কোম্পানীতে জমা টাকার যাকাত ১০২
কোম্পানীর যাকাত ১০২
কোল্ড স্টোরেজ ১০৩
ক্রয় মূল্যের হিসাবে যাকাত দিলে ১০৩

খ

খরচের টাকা ১০৪
খচ্চরের যাকাত ১০৪
খালুকে যাকাত দেওয়া ১০৫
খালুর সন্তানদেরকে যাকাত দেওয়া ১০৫
খালাকে যাকাত দেওয়া ১০৫
খনিজ সম্পদের যাকাত ১০৫
খেতের মূল্যের যাকাত ১০৬

গ

গবাদিপশুর যাকাত ১০৬
গরীব আত্মীয়-স্বজনকে যাকাত দেওয়া দ্বিগুণ সওয়াব ১০৭
গরীব ছাত্রের আগমনের আশায় যাকাত নেওয়া ১০৭
গরীব ব্যক্তিকে ভাড়া ছাড়া যাকাত আদায়ের নিয়তে রাখা ১০৭
গরীবের ছেলে-মেয়ের বিয়েতে যাকাত দেওয়া ১০৮
গরীবের ঘর মেরামতে যাকাতের টাকা দেওয়া ১০৮
গরীব শিক্ষককে যাকাতের টাকা দিয়ে সাহায্য করা ১০৯
গরীব রোগীকে যাকাত দেওয়া ১০৯
গরীব মুহতামিম মাদরাসার যাকাতের টাকা ব্যবহার করা ১১০
গরীবদের শিক্ষার জন্য যাকাত দেওয়া ১১০
গরীবদের সমস্যার সমাধান ১১০
গরীব কাকে বলে ১১০
গরীব ভেবে যাকাত দেওয়ার পর জানা গেল সে ধনী ১১১

বিষয় পৃষ্ঠা

গরীবের প্রাপ্ত যাকাত মালদারকে খাওয়ানো ১১১
গরীব-মিসকীন আত্মীয়-স্বজনকে যাকাত দেওয়া ১১১
গরীবদের ঋণ হিসেবে ব্যবসায়ের জন্য যাকাতের টাকা প্রদান ১১২
গরুর যাকাতের বিধান ১১২
গাড়ির যাকাত ১১৩
গাড়ি কেনার জন্য টাকা সঞ্চয় করে রাখলে ১১৪
গাড়ির ভাড়ার টাকার যাকাত ১১৫
গাধার যাকাত ১১৫
গোবর সার বা আবর্জনা ১১৫
গোলামকে যাকাত দেওয়া ১১৬
গ্যাসের যাকাত ১১৬
গুপ্তধন পাওয়া গেলে ১১৬

ঘ

ঘর কেনার পর বিক্রির নিয়ত করলে ১১৭
ঘর কেনার জন্য টাকা সঞ্চয় করলে ১১৭
ঘর কিনে টাকা পরিশোধ করে দিলে ১১৭
ঘরের যাকাত ১১৭
ঘরের আসবাবপত্র ১১৮
ঘাসের উশর ১১৮
ঘুষের টাকার যাকাত ১১৮
ঘোড়ার যাকাত ১১৯

চ

চরিত্রহীন ব্যক্তির স্ত্রীকে যাকাত প্রদান ১১৯
চাকরকে যাকাত দেওয়া ১১৯
চাকরানীকে যাকাতের টাকা দিয়ে অলংকার দেওয়া ১২০
চাকুরীজীবীর মাসিক উপার্জনে যাকাত ১২০
চাচাকে যাকাত দেওয়া ১২০
চাচাতো ভাইকে যাকাত দেওয়া ১২১
চাচাতো বোনকে যাকাত দেওয়া ১২১

বিষয় পৃষ্ঠা

চাচীকে যাকাত দেওয়া ১২১
চারণভূমির যাকাত ১২১
চাষাবাদে সেচের ক্ষেত্রে আধিক্য ধর্তব্য ১২১
চাষাবাদের জন্য রাখা পশুর যাকাত ১২২
চাঁদার টাকার উপর যাকাত ১২২
চোরকে যাকাত দেওয়া ১২২

ছ

ছাগলের যাকাত ১২২
ছেলেকে যাকাত দেওয়া ১২৪
ছেলের বিয়ে মৌলিক প্রয়োজনের অন্তর্ভুক্ত নয় ১২৪

জ

জনকল্যাণমূলক সংস্থাসমূহ যাকাতের মালিক নয় ১২৪
জনকল্যাণমূলক সংস্থার দায়িত্ব ১২৪
জনকল্যাণমূলক সংস্থায় যাকাত দেওয়া ১২৫
জমরুদ (পান্না)-এর যাকাত ১২৫
জমি ভাড়া বাবদ অগ্রিম দেওয়া টাকার যাকাত ১২৫
জমিন ভাড়ায় দেওয়া ১২৬
জমিন ফসলসহ বিক্রি করে দিলে ১২৬
জমিনে পুঁতে রাখা টাকার বিধান ১২৬
"জরুরতে আসলিয়া" (মৌলিক প্রয়োজন) ১২৬
জামাতাকে যাকাত দেওয়া ১২৭
জামানতের টাকার হুকুম ১২৭
জোরপূর্বক যাকাত উসুল করা ১২৭
জোরপূর্বক সাহেবে নেসাব থেকে যাকাত উসুল করা ১২৮
জ্বালানী কাঠে উশরের বিধান ১২৮

ট

টিকেটের যাকাত ১২৮

বিষয় পৃষ্ঠা

টিকেট কিনে দেওয়া যাকাতের টাকা দিয়ে ১২৯
ট্যাক্স আদায় করলে যাকাত আদায় হবে না ১২৯
ট্যাক্স আদায়ে উশর আদায় হবে না ১৩০
ট্যাক্স/খাজনার বিধান ১৩০

ঠ

ঠিকাদারের উপর উশর ১৩০

ড

ডাক্তারের ফি যাকাতের অর্থে আদায় করা ১৩১
ডাকাত যাকাতের টাকা ছিনিয়ে নিলে ১৩১
ডায়মন্ডের যাকাত ১৩২
ডিজেলের যাকাত ১৩২
ডিপার্টমেন্টাল স্টোরের যাকাত ১৩৩
ডেইরী ফার্মের যাকাত ১৩৩
ডেকোরেশনের যাকাত ১৩৩
ড্রাফটের মাধ্যমে যাকাতের টাকা পাঠানো ১৩৪
ড্রাফটের খরচ যাকাতের টাকা থেকে দেওয়া ১৩৪
ড্রাইক্লিনিং মেশিনের যাকাত ১৩৫

ত

তামার যাকাত ১৩৫
তাবলীগ জামাতের সদস্যদেরকে যাকাত দেওয়া ১৩৬
তামাকের যাকাত ১৩৬
তামলীক ছাড়া লিল্লাহ বোর্ডিং থেকে যাকাতের খানা দেওয়া ১৩৬
'তামলীক' ব্যতীত গরীবদের উপকারার্থে যাকাত ব্যয় করা ১৩৭
তালাকপ্রাপ্তা স্ত্রীকে যাকাত দেওয়া ১৩৭
তালিবুল ইলম যাকাতের উত্তম ব্যয়খাত ১৩৭
তালিবুল ইলমের জন্য সাহায্য চাওয়া ১৩৮
তালিবুল ইলমকে যাকাত দেওয়া ১৩৮
তালিবুল ইলম অবাধ্য হলে তাকে যাকাত দেওয়া ১৩৮
তেলের যাকাত ১৩৯

বিষয় পৃষ্ঠা

তৈজসপত্রের যাকাত ১৩৯

দ

দরিদ্র ব্যক্তি ধনী হয়ে গেলে অর্জিত যাকাত ব্যবহারের বিধান ১৩৯
দরিদ্রকে অগ্রিম যাকাত দানের পর সে বিত্তশালী হয়ে গেলে ১৪০
দাওয়াতের খানার বিধান ১৪০
দাওয়াত দিয়ে খাওয়ানো ১৪০
দাদাকে যাকাত দেওয়া ১৪০
দাদীকে যাকাত দেওয়া ১৪১
দালালী করে সঞ্চয়কৃত টাকার যাকাত ১৪১
দাসীকে যাকাত দেওয়া ১৪১
দীনি কিতাব যাকাত হিসেবে প্রদান করা ১৪১
দীনি কল্যাণে হীলা করা ১৪২
দীনি মাদরাসায় যাকাত দেওয়া ১৪২
দুগ্ধবতী পশুর যাকাত ১৪৩
দুধ পানের উদ্দেশ্যে রাখা পশুর যাকাত ১৪৩
দুধ সন্তানকে যাকাত দেওয়া ১৪৩
দুধ সম্পর্কীয় আত্মীয়কে যাকাত দেওয়া ১৪৪
দুধ মাতা-পিতাকে যাকাত দেওয়া ১৪৪
'দুর্বল ঋণের' বিধান ১৪৪
দেউলিয়া হয়ে গেলে ১৪৪
দোকান ছেড়ে দিলে যাকাত দেওয়ার পদ্ধতি কী হবে? ১৪৫
দোকানের হিসাব নেই আজ পর্যন্ত ১৪৫
দোকানের যাকাত ১৪৬
দোকানের এডভান্স টাকার যাকাত ১৪৭
দৈনন্দিন আয়ের উপর যাকাত ১৪৭
দৈনন্দিন কাজকর্মে ব্যবহৃত প্রাণী ১৪৮
দৈনিক বা মাসিক হিসেবে যাকাত দেওয়া ১৪৮

বিষয় পৃষ্ঠা

দৌহিত্রকে যাকাত দেওয়া ১৪৮
দৌহিত্রীকে যাকাত দেওয়া ১৪৮

ধ

ধনী কি দরিদ্র সন্দেহ সত্ত্বেও যাকাত দেওয়া ১৪৯
ধনীর যাকাত প্রদান গরীবের প্রতি দয়া নয় ১৪৯
ধর্মের বিবেচনা না-করে যাকাত দেওয়া ১৪৯

ন

নগদ টাকার যাকাত ১৫০
নগদ টাকার যাকাতের নেসাব ১৫১
নদী খনন কাজে যাকাতের টাকা দেওয়া ১৫২
নানাকে যাকাত দেওয়া ১৫২
নাবালেগ তালিবে ইলমকে যাকাত দেওয়া ১৫২
নাবালেগকে যাকাত দেওয়া ১৫৩
নাবালেগের মালের যাকাত ১৫৩
নানীকে যাকাত দেওয়া ১৫৪
নির্দিষ্ট কাউকে যাকাত দেওয়ার জন্য উকিল বানানো ১৫৪
নিজের যাকাত আদায়ের জন্য অন্যকে নির্দেশ দেওয়া ১৫৪
নিম্নমানের জিনিস দ্বারা যাকাত দেওয়া ১৫৫
নেসাব পরিমাণ অর্থ যাকাত দেওয়া ১৫৫
নেসাবের মালিক কখন হয়েছে জানা না-থাকলে ১৫৬
নারীরা যাকাত না-দিলে ১৫৬
নিজের অবৈধ সন্তানকে যাকাত দেওয়া ১৫৭
নেশায় অভ্যস্ত ব্যক্তিকে যাকাত দেওয়া ১৫৭
নেসাবের সংজ্ঞা ১৫৮
নেসাবের ওজন ১৫৮
নেসাবের ওজন ও বর্তমান পরিমাপ ১৫৮
নেসাবের পরিমাণ সর্বকালীন ১৫৯
নেসাব একাধিক হলে ১৬০

বিষয় পৃষ্ঠা
নিয়ত ছাড়া যাকাত দেওয়া ১৬০

প

পশু চারণভূমিতে এবং বাড়িতে যৌথভাবে চরলে ১৬০
পশু বছরের মাঝে বৃদ্ধি পেলে ১৬০
পশুর বাচ্চার যাকাত ১৬১
পশুর জন্য চাষ-করা ঘাসের উপর উশর ১৬১
পশুর বিভিন্ন প্রকারের নেসাব ১৬২
পরিধানের জামা কাপড়ের যাকাত ১৬২
পরিত্যক্ত সম্পদের যাকাত ওয়ারিশদের জিম্মায় ১৬২
পাখির যাকাত ১৬২
পাগলের মালের যাকাত ১৬৩
পারিশ্রমিকের যাকাত ১৬৪
পারিবারিক ব্যয়ের যাকাত ১৬৪
পার্সেলের ভাড়া যাকাতের টাকা দিয়ে দেওয়া ১৬৪
পিতা-পুত্রের যৌথ উপার্জন ১৬৪
পিতাকে যাকাত দেওয়া ১৬৫
পুত্রবধূকে যাকাত দেওয়া ১৬৫
পুত্রবধূর অলংকারের বিধান ১৬৫
পুরস্কারের নামে যাকাতের টাকা দেওয়া ১৬৭
পেট্রোল পাম্পের যাকাত ১৬৭
পেট্রোলের যাকাত ১৬৮
পেশাদার গরীবকে যাকাত দেওয়া ১৬৮
পৌত্রীকে যাকাত প্রদান ১৬৯
পৌত্রকে যাকাত প্রদান ১৬৯
প্রকাশ্য ও অপ্রকাশ্য মালের যাকাত ১৬৯
প্রভিডেন্ট ফাণ্ডের যাকাত ১৭০
প্রাইজবণ্ডের যাকাত ১৭১
প্রপিতামহকে যাকাত দেওয়া ১৭২

বিষয়	পৃষ্ঠা
প্রমাতামহকে যাকাত দেওয়া	১৭২
প্রিন্টিং প্রেসের যাকাত	১৭২
প্রবালের যাকাত	১৭২
প্রয়োজনের অতিরিক্ত ঘর	১৭২
প্রয়োজনীয় জিনিস ক্রয়ের জন্য টাকা জমা করলে	১৭৩
প্রয়োজনের জন্য রাখা টাকার হুকুম	১৭৩

ফ

ফসল পাকার পূর্বে বিক্রয় করলে উশরের বিধান	১৭৩
ফলদার বৃক্ষের উশর	১৭৩
ফলদার বৃক্ষ বাড়ির ভেতর হলে	১৭৪
ফল আসার পূর্বেই উশর আদায় করা	১৭৪
ফার্মেসীর যাকাত	১৭৪
ফাসেককে যাকাত দেওয়া	১৭৪
ফি হিসেবে যাকাত দিয়ে তা ফেরত নেওয়া	১৭৪
ফিক্সড ডিপোজিটের যাকাত	১৭৫
ফেরেশতাদের দোয়া	১৭৫
ফুফাকে যাকাত প্রদান	১৭৬
ফুফুকে যাকাত প্রদান	১৭৬
ফুফুর সন্তানকে যাকাত দেওয়া	১৭৬
ফ্যাক্টরী বন্ধ হয়ে গেলে তার যাকাতের বিধান	১৭৬
ফ্ল্যাটের যাকাত	১৭৭

ব

বর্গাচাষের জমির উশর	১৭৮
বছর শেষে যাকাত ফরয হয়	১৭৮
বছর পূর্ণ হওয়ার পূর্বে যে টাকা খরচ হয়ে গেছে	১৭৯
বছর পূর্ণ হওয়ার পর মাল শেষ হয়ে গেলে	১৭৯
বছর পূর্ণ হওয়ার পর মাল কমে গেলে	১৭৯
বছরের শেষে টাকা কমে গেলে	১৮০

বিষয় পৃষ্ঠা

বছরের মাঝে মাল বৃদ্ধি পেলে ১৮০
বছরের মাঝে নেসাবে কম-বেশি হলে ১৮০
বছরের মাঝে অর্জিত মালের যাকাত ১৮১
বন্দিদের যাকাত দেওয়া ১৮২
বন্দিদের মুক্তির জন্য যাকাত দেওয়া ১৮২
বনী হাশেমকে যাকাত দেওয়া ১৮৩
বন্য পশুর যাকাত ১৮৩
বন্যাকবলিত ব্যক্তিকে যাকাত দেওয়া ১৮৩
বন্ধক রাখা জিনিসের যাকাত ১৮৪
বন্ধকী টাকার যাকাত ১৮৫
বসবাস উপযোগী প্লটকে বাগানে রূপান্তর করা ১৮৫
বাচ্চা উৎপাদনের উদ্দেশ্যে পশু পালন ১৮৫
বাগানের উশর ১৮৫
বাগান বিক্রির টাকার উপর যাকাত ১৮৬
বাণিজ্যিক উদ্দেশ্যে কেনা পশুর যাকাত ১৮৬
বাবুর্চির বেতন যাকাতের টাকা দিয়ে দেওয়া ১৮৬
বার্ষিক উদ্বৃত্ত শস্যের হুকুম ১৮৭
বার্ষিক খরচের হুকুম ১৮৭
বালেগ তালিবুল ইলমকে যাকাত দেওয়া ১৮৭
বাড়ির আঙ্গিনায় বাগান করলে ১৮৭
বিয়ে উপলক্ষে পাওয়া অলংকারের যাকাত ১৮৭
বিবাহিতা মাহিলাকে যাকাত দেওয়া ১৮৮
বিয়ের পর থেকে যাকাত আদায় করেনি ১৮৮
বিয়ের জন্য টাকা জমা করে রাখলে ১৮৮
বিক্রয় মূল্যে যাকাত দেওয়ার হুকুম ১৮৯
বিক্রয় মূল্যই ধর্তব্য হবে ১৮৯
বিধবা নারী চাকুরীজীবী হলে তাকে যাকাত প্রদান ১৯০
বিধবার নাবালেগ সন্তানকে যাকাত দেওয়া ১৯০
বিধবা অসহায় হলে ১৯০

বিষয় পৃষ্ঠা

বিশেষ প্রয়োজনে টাকা জমা করা..... ১৯১
বিক্রি হয় না এমন জিনিস দ্বারা যাকাত দেওয়া ১৯১
বিগত সকল বছরের যাকাত অনাদায়ী থাকলে..... ১৯১
বিগত এক বছরের যাকাত অনাদায়ী থাকলে ১৯২
বিত্তশালী অভাবীর যাকাত গ্রহণ ১৯৩
বিভিন্ন ফাণ্ডের টাকা একত্রিত করা..... ১৯৩
বীজ বপনের পূর্বে উশর দেওয়া ১৯৪
বীজের উপর যাকাত..... ১৯৪
বেকার ব্যক্তিকে যাকাত দেওয়া ১৯৪
বেতনের টাকা মা কে দিয়ে দিলে ১৯৪
বে-নামাযীকে যাকাত দেওয়া ১৯৫
বে-ওয়ারিশ মৃতের কাফনের জন্য চাঁদা করা ১৯৫
বেচাকেনার বায়নাস্বরূপ গৃহীত টাকার যাকাত ১৯৫
বেহুঁশ ব্যক্তির উপর যাকাত ১৯৬
বোনকে যাকাত দেওয়া..... ১৯৬
ব্যবসায়িক উদ্দেশ্যে কেনা জমিনে চাষাবাদ ১৯৬
ব্যবসার লাভের উপর যাকাত, খরচের উপর নয়..... ১৯৬
ব্যবসায়িক উদ্দেশ্যে কেনা ফ্ল্যাটের যাকাত ১৯৬
ব্যবসায়িক ঋণ..... ১৯৭
ব্যবসায়ের মাল বছরের পর বছর পড়ে থাকা..... ১৯৭
ব্যবসায়িক মালের যাকাতের শর্ত ১৯৯
ব্যবসায়িক মালের মূল্য নির্ধারণ ১৯৯
ব্যবহৃত জিনিস দ্বারা যাকাত দেওয়া..... ২০০
ব্যবহারের জিনিসপত্রের যাকাত..... ২০০
ব্যবহারের পণ্যে ব্যবসার নিয়ত করলে ২০০
ব্যবসায়িক আসবাবপত্র..... ২০০
ব্যবসায়িক সরঞ্জামের যাকাত ২০১
ব্যক্তিগত ব্যবহারের জিনিসপত্রের যাকাত..... ২০২
ব্যক্তিগত ঘরের মালিককে যাকাত দেওয়া ২০২

বিষয় পৃষ্ঠা

ব্যবসায়ীর নিকট যে মাল হস্তান্তর করা হয়েছে ২০২
ব্যবসায় বিনিয়োগকৃত টাকার যাকাত ২০২
ব্যবসায়িক /বাণিজ্যিক মালের যাকাত ২০৩
ব্যবসায়িক/বাণিজ্যিক মালের যাকাতের হিসাব ২০৩
ব্যবসায়িক মালে ক্রয়মূল্য বা মূলধনের হিসাবে যাকাত দেওয়া ২০৪
ব্যবসায়ের জন্য গরীবদের যাকাতের টাকা দেওয়া..... ২০৪
ব্যভিচারিণীকে যাকাত দেওয়া ২০৪
ব্যাংক থেকে রাষ্ট্র যাকাত কেটে নিলে ২০৫
ব্যাংকের সূদের হুকুম..... ২০৫
ব্যাংকে জমাকৃত টাকার যাকাত..... ২০৬
বৃষ্টি বন্ধ হয়ে যাওয়া ২০৬

ভ

ভাইকে যাকাত দেওয়া ২০৭
ভাইকে যাকাত দিয়ে পিতার জন্য ব্যয় করানো ২০৭
ভাতিজাকে যাকাত দেওয়া ২০৮
ভাতিজিকে যাকাত দেওয়া ২০৮
ভাবীকে যাকাত দেওয়া ২০৮
ভাড়ায় দেওয়া জিনিসপত্রের যাকাত..... ২০৮
ভাড়া দেওয়ার জন্য ঘর ক্রয় করা ২০৯
ভাড়ায় ব্যবহৃত আসবাবপত্র ২০৯
ভাড়া দেওয়ার জন্য সামানা ক্রয় করলে ২০৯
ভাড়ার জন্য নির্দিষ্ট করলে.....২০৯
ভাড়ার টাকা অগ্রিম দিয়ে দিলে ২০৯
ভিক্ষুককে যাকাত দেওয়া ২১০
ভুসির উশর ২১০
ভূমিকম্পে ক্ষতিগ্রস্তদেরকে যাকাত দেওয়া ২১১
ভেড়ার যাকাত ২১১

ম

মহর উসুল না-হলে..... ২১১

বিষয় পৃষ্ঠা

মহর নেসাব পরিমাণ, এমন মহিলাকে যাকাত দেওয়া ২১২
মহর হিসেবে দেওয়া অলংকারের যাকাত ২১২
মহর হিসেবে প্রাপ্ত জমির বিধান ২১২
মহরের যাকাত ২১৩
মহরের টাকা স্বামী নিজ নেসাব থেকে কর্তন করবে কি না ২১৩
মণি-মুক্তাখচিত অলংকারের যাকাত ২১৪
মণি-মুক্তার যাকাত ২১৫
মণি-মুক্তা মিশ্রিত অলংকারের যাকাত ২১৫
মধুর যাকাত ২১৬
'মধ্যম' ঋণের বিধান ২১৬
মসজিদ দখলমুক্ত করার জন্য যাকাতের টাকা দেওয়া ২১৭
মসজিদ নির্মাণে যাকাতের টাকা ব্যয় করা ২১৭
মসজিদের জন্য হীলায়ে তামলীক করা ২১৭
মসজিদে যাকাত দেওয়া ২১৮
মা কে যাকাত দেওয়া ২১৮
মা সাইয়্যেদ বংশের হলে ২১৮
মাদরাসার যাকাত কালেক্টর "আমিলীন" নয় ২১৮
মাদরাসার ছাত্ররা যাকাতের অধিক হকদার ২১৮
মাদরাসার নির্মাণ কাজে যাকাতের টাকা দেওয়া ২২০
মাদরাসার উন্নতি ও স্থায়িত্বের জন্য যাকাত নেওয়া ২২০
মাদরাসার টাকার বিধান ২২১
মাদরাসার (প্রস্তাবিত) নামে অগ্রিম যাকাত উসুল করা ২২১
মাদরাসায় যাকাত ফাণ্ড না-থাকলে ২২১
মাদরাসায় যাকাতের টাকা জমা থাকলে ২২১
মামাকে যাকাত দেওয়া ২২১
মামার সন্তানদেরকে যাকাত দেওয়া ২২২
মারজান বা মুক্তার যাকাত ২২২
মাল অন্যের দখলে থাকলে ২২২
মাল যেখানে থাকবে সেখানকার মূল্য ধর্তব্য হবে ২২২

বিষয় পৃষ্ঠা

মাল বিনষ্ট হয়ে গেলে ২২৩
মালদারের নাবালেগ বাচ্চাকে যাকাত দেওয়া ২২৩
মালদারের মাতাপিতাকে যাকাত দেওয়া ২২৩
মালদার হওয়ার সম্ভাবনায় অগ্রিম যাকাত দেওয়া ২২৩
মালদারের মাল থেকে অনুমতি ব্যতীত যাকাত নেওয়া ২২৪
মালদার ছিল গরীব হয়ে গেছে ২২৪
মালদার গরীবকে যাকাত দেওয়া ২২৪
মালদার গরীব হয়ে গেলে ২২৫
মালদার কী পরিমাণ খরচ করবে ২২৫
মালদারকে যাকাত দেওয়া ২২৬
মালদারের সন্তানকে যাকাত দেওয়া ২২৬
মালদারের স্ত্রীকে যাকাত দেওয়া ২২৬
মালদার স্ত্রীর স্বামীকে যাকাত দেওয়া ২২৬
মান্নতের টাকার বিধান ২২৬
মাছের যাকাত ২২৭
মাছের খামারের যাকাত ২২৭
মাতা-পিতা মেয়েকে অলংকার দিলে, তার যাকাত কে দেবে? ২২৭
মাতা-পিতাকে দেওয়া অর্থের যাকাত ২২৭
মানি অর্ডারে যাকাতের টাকা প্রেরণ করা ২২৮
মানি অর্ডার ফিস ২২৮
মামলা চালানোর জন্য যাকাতের টাকা দেওয়া ২২৮
মামলার মাধ্যমে উদ্ধারকৃত টাকার যাকাত ২২৯
মামীকে যাকাত দেওয়া ২২৯
মালের মূল্য পরিবর্তন হতে থাকে ২২৯
মালিকের অবগতি ছাড়াই যাকাত দিয়ে দেওয়া ২৩০
মালিক হওয়া বলতে কী বুঝায়? ২৩০
মায়ের বোনকে (খালাকে) যাকাত দেওয়া ২৩১
মিল-কারখানার যাকাত ২৩১
মিশ্রিত পদার্থের যাকাত ২৩১

বিষয় পৃষ্ঠা

মিশ্র জাতের প্রাণীর যাকাত ২৩২
মিসকীনের সংজ্ঞা ২৩২
মুরগীর ফার্মের যাকাত ২৩৩
মুরতাদকে যাকাত দেওয়া ২৩৪
মূলধন এবং লাভের যাকাত ২৩৪
মুলহিদ (নাস্তিক) কে যাকাত দেওয়া ২৩৫
মুসলমানদের জমিনের বিধান ২৩৫
মুহতামিম ছাত্রদের উকিল ২৩৬
মুহতামিম বা তার প্রতিনিধি থেকে যাকাতের টাকা হারিয়ে গেলে ২৩৬
মুজাহিদদেরকে সাহায্য সহযোগিতা করা ২৩৬
মুজাহিদদের সন্ত্রাসী বলা ২৩৭
মুজাহিদদেরকে যাকাত দেওয়া ২৩৮
মুদারাবার ভিত্তিতে ব্যবসার যাকাত ২৩৮
মুবাল্লিগদের যাকাতের টাকা দিয়ে বেতন-ভাতা প্রদান ২৩৯
মুসাফিরের উপর যাকাত ২৩৯
মুসাফিরখানা নির্মাণে যাকাতের টাকা ব্যয় করা ২৩৯
মুসাফিরকে যাকাত দেওয়া ২৪০
মুয়াজ্জিনকে যাকাত দেওয়া ২৪০
মূল্য বলতে কী বুঝায়? ২৪০
মূল্য বেড়ে নেসাব পরিমাণ হয়ে গেলে ২৪০
মূল্যবান পাথরের যাকাত ২৪১
মেশক এর যাকাত ২৪১
মেশিনারীর যাকাত ২৪১
মেয়ের বিবাহের আসবাবপত্র বা অলংকারের যাকাত ২৪২
মেয়ের বিয়ে উপলক্ষে আসবাবপত্র ক্রয় করে রাখা ২৪২
মেয়ের জন্য অলংকার বানিয়ে রাখা ২৪২
মেয়েদের নামে স্বর্ণ দিয়ে দিলে ২৪৩
মোতি বা মুক্তার যাকাত ২৪৪
মোবাইল ফোনের যাকাত ২৪৪

বিষয় পৃষ্ঠা

মৌলিক প্রয়োজনে সন্তানের ভরণপোষণ অন্তর্ভুক্ত.....২৪৫
মৃত্যুর বদলায় রক্তপণের যাকাত ২৪৫
মৃত ব্যক্তির ঋণ যাকাতের টাকা দিয়ে আদায় করা.....২৪৬
মৃত ব্যক্তির পরিত্যক্ত সম্পদ থেকে যাকাত উসুল করা.....২৪৬

য

যবরজদ এর যাকাত ২৪৬
যাকাত অনাদায়ী অবস্থায় মারা গেলে ২৪৬
যাকাত অস্বীকারকারীর বিধান.....২৪৭
যাকাত আর্থিক ইবাদত ২৪৮
যাকাত আদায়ের শর্তসমূহ.....২৪৯
যাকাত আদয়ের একটি পদ্ধতি ২৫০
যাকাত আদায়ে বিলম্ব করা ২৫১
যাকাত আদায় না-করার শাস্তি..... ২৫১
যাকাত আদায় না-করার পার্থিব শাস্তি..... ২৫২
যাকাত আদায় না-করলে মাল ধ্বংস হয়ে যায় ২৫২
যাকাত আদায়ের জন্য উকিল বানানো.....২৫৩
যাকাত আদায়ের ক্ষেত্রে চান্দ্রমাসই ধর্তব্য.....২৫৩
যাকাত আদায়ের ক্ষেত্রে নির্দিষ্ট তারিখ ধর্তব্য ২৫৪
যাকাত আদায়কারীর জন্য হাদিয়া গ্রহণ করা ২৫৪
যাকাত আদায়কারী (আমিলীনে যাকাত).....২৫৫
যাকাত আদায়কারীকে যাকাতের টাকায় বেতন দেওয়া ২৫৫
যাকাত আদায়ের ব্যাপারে উদাসীন হওয়া.....২৫৬
যাকাত আদায়ে নিয়ত করা জরুরী.....২৫৬
যাকাত উত্তোলনকারীগণ গরীবদের উকিল হওয়ার কারণ ২৫৮
যাকাত উসুলের জন্য যাওয়ার ফযীলত ২৫৯
যাকাত একটি প্রমাণ ২৬০
যাকাত কখন বিধিবদ্ধ হয়.....২৬০
যাকাত কাকে দেবে.....২৬১
যাকাত কাকে দেওয়া জায়েয ২৬১

বিষয় পৃষ্ঠা

যাকাত কালেক্টর যাকাতের টাকা ব্যবহার করা.....২৬২
যাকাত কালেক্টর বা প্রতিনিধি হতে যাকাত হারিয়ে গেলে ২৬২
যাকাত কী বলে দেবে.....২৬২
যাকাত গ্রহণের উপযুক্ত বলে প্রমাণ করা.....২৬২
যাকাত গ্রহীতা থেকে হাদিয়া গ্রহণ করা.....২৬৩
যাকাত গ্রহীতার জন্য শর্ত ২৬৩
যাকাত ট্যাক্স নয় ২৬৩
যাকাত থেকে বাঁচার জন্য মাল "হেবা" করে দেওয়া ২৬৩
যাকাত থেকে বাঁচার জন্য অমুসলিমের ফরম পূরণ করা ২৬৪
যাকাত দিয়ে খোঁটা দেওয়া.....২৬৪
যাকাত দেওয়ার ঘোষণা করা ২৬৫
যাকাত দেওয়ার সময় কী বলবে? ২৬৫
যাকাত দেওয়ার জন্য স্বামীর অনুমতি ২৬৫
যাকাত দেওয়ার ব্যাপারে সন্দেহ হলে.....২৬৬
যাকাত মুসলমানদের জন্য বীমা স্বরূপ.....২৬৭
যাকাত প্রতি বছর ওয়াজিব হয় ২৬৭
যাকাত প্রদান সহীহ হওয়ার শর্তাবলী.....২৬৮
যাকাত প্রার্থীর অবস্থা যাচাই করা জরুরী নয়.....২৬৯
যাকাত ফরয হওয়ার পর মারা গেলে ২৬৯
যাকাত ফরয হতে বছর পূর্ণ হওয়ার হেকমত ২৭০
যাকাত ফরয হওয়ার পর ঋণগ্রস্ত হয়ে গেলে..... ২৭০
যাকাত ফরয হওয়ার দলীল..... ২৭০
যাকাত ফরয হওয়ার শর্তাবলী ২৭২
যাকাত হচ্ছে সম্পদের ময়লা ২৭৩
যাকাত হিসেবে বিভিন্ন জিনিসপত্র প্রদান ২৭৪
যাকাত হিসেবে অতিরিক্ত টাকা দেওয়া ২৭৪
যাকাত হিসেবে দেওয়া জিনিস পুনরায় ক্রয় করা ২৭৪
যাকাত হিসেবে কেমন পশু দেবে ২৭৪

বিষয় পৃষ্ঠা

যাকাত হিসেবে পাওয়া মাল ধনী হওয়ার পর ব্যবহার করা ২৭৫
যাকাত হিসেবে মাল দেবে, না মূল্য দেবে ২৭৫
যাকাতবর্ষ গণনার মূলনীতি ২৭৬
যাকাত না-দেওয়ার পরকালীন শাস্তি ২৭৮
যাকাত না-দেওয়ার ইহকালীন শাস্তি ২৭৮
যাকাত : দারিদ্র্য বিমোচনের হাতিয়ার ২৭৮
যাকাতে কোন্ জাতীয় মাল দিতে হবে ২৭৯
যাকাতের অর্থ গরীবদের উপার্জনের পুঁজি হিসেবে ব্যবহার করা ২৮০
যাকাতের অর্থ ভিন্ন শিরোনামে দেওয়া ২৮০
যাকাতের অর্থে কেনা ঘরের উপার্জন থেকে বেতন দেওয়া ২৮০
যাকাতের অর্থে কূপ খনন করা.....২৮০
যাকাতের অর্থে ক্রয়কৃত পুস্তক অধ্যয়নের জন্য রাখা ২৮০
যাকাতের অর্থে গরীবের জন্য পুস্তক সরবরাহের ব্যবস্থা করা.....২৮১
যাকাতের অর্থে ঘর বানিয়ে গরীবকে দেওয়া ২৮১
যাকাতের অর্থে ঘর বানিয়ে ভাড়া দেওয়া ২৮১
যাকাতের অর্থে বেতন দেওয়া..... ২৮১
যাকাতের অর্থে হাসপাতাল প্রতিষ্ঠা করা ২৮২
যাকাতের অনুপযুক্ত কেউ যাকাত নিয়ে হকদারকে দেওয়া ২৮২
যাকাতের অনুপযুক্ত ব্যক্তিকে যাকাত দিয়ে দিলে.....২৮২
যাকাতের উপকারিতা ২৮৩
যাকাতের উদ্দেশ্য ২৮৬
যাকাতের কালেক্টরের বেতন যাকাতের টাকা দিয়ে দেওয়া ২৮৬
যাকাতের টাকা দিয়ে খানকা নির্মাণ করা.....২৮৬
যাকাতের টাকায় তৈজসপত্র কিনে দেওয়া ২৮৬
যাকাতের টাকা দিয়ে রক্ত কিনে দেওয়া ২৮৭
যাকাতের টাকা দিয়ে কারো ঋণ পরিশোধ করা ২৮৭
যাকাতের টাকা দিয়ে খানা রান্না করে খাওয়ানো ২৮৭
যাকাতের টাকা পৃথক করার পর মৃত্যু হলে.....২৮৮
যাকাতের টাকার যাকাত ২৮৮

বিষয় পৃষ্ঠা

যাকাতের টাকা চুরি হয়ে গেলে ২৮৯
যাকাতের টাকা অন্যত্র পাঠানোর খরচ ২৮৯
যাকাতের টাকা বণ্টনে এখতিয়ার রয়েছে ২৮৯
যাকাতের টাকায় মিল কারখানা বানানো ২৯০
যাকাতের টাকা নিজ কাজে ব্যবহার করা ২৯০
যাকাতের টাকা থেকে ঋণ দেওয়া ২৯০
যাকাতের টাকা মাসিক অনুদান হিসেবে প্রদান করা.....২৯০
যাকাতের টাকা থেকে পাঠানোর খরচ দেওয়া ২৯১
যাকাতের টাকা দিয়ে হজ্জ করানো ২৯১
যাকাতের টাকায় কুরআন শরীফ কিনে বিতরণ করা ২৯২
যাকাতের টাকায় কিতাব কিনে ওয়াকফ করা ২৯২
যাকাতের নির্দেশ.....২৯২
যাকাতের পরিমাণ থেকে বেশি দেওয়া ২৯২
যাকাতের বিধি-বিধান জানা কখন ফরয ২৯৩
যাকাতের মালের উপর বছর অতিক্রান্ত হওয়া.....২৯৩
যাকাতের মর্মকথা ২৯৩
যাকাতের মাল পাঠানোর তাড়া.....২৯৪
যাকাতের সকল ব্যয়খাতে যাকাত বণ্টন করা ২৯৪
যাকাতের হকদার ২৯৪
যাকাতের হিসাব রাখা ২৯৫
যাকাতের শরীয়ত নির্ধারিত ব্যাখ্যায় রদবদল করা ২৯৫
যাকাতের সংজ্ঞা ২৯৬
যাকাতের ক্ষেত্রে কোন মূল্য ধর্তব্য হবে? ২৯৬
যাকাতের মাধ্যমে মাল নিরাপদ হয় ২৯৭
যাকাতবর্ষ পূর্ণ হওয়ার পূর্বেই নেসাব বৃদ্ধি পেলে ২৯৮
যাকাতের উপযুক্ত কি না জানা না-থাকলে ২৯৯
যাকাতের নামকরণের কারণ ২৯৯
যাকাতের টাকা দিয়ে শিক্ষকদের বেতন দেওয়া ৩০০
যাকাতের টাকা দিয়ে ইফতারীর ব্যবস্থা করা ৩০০

বিষয় পৃষ্ঠা

যাকাতের টাকায় মাদরাসা নির্মাণ করা ৩০০
যেখানে চাও খরচ করো ৩০০
যে গরীব ব্যক্তি অবৈধ কাজে যাকাত ব্যয় করে ৩০১
যৌথ পরিবারে যাকাতের বিধান ৩০১

র

রপ্তানীর যাকাত..... ৩০১
রমযান মাসে যাকাত আদায় করা ৩০২
রমযান পর্যন্ত যাকাত বিলম্বিত করা..... ৩০২
রাষ্ট্র যাকাত উসুল করবে..... ৩০৪
রাষ্ট্র যদি যাকাতের অর্থ যথাস্থানে ব্যয় না-করে ৩০৪
রাস্তা নির্মাণে যাকাতের টাকা ব্যবহার করা ৩০৪
রাসূলুল্লাহ সা. -এর বংশধরকে যাকাত প্রদান ৩০৪
রুপা খাঁটি না-হলে ৩০৫
রুপার নেসাব ৩০৫
রুপার নেসাবই যাকাতের মাপকাঠি ৩০৬
রুপার তার মিশ্রিত কারুকার্য খচিত শাড়ির যাকাত ৩০৭

ল

লবণের যাকাত ৩০৭
লভ্যাংশের যাকাত ৩০৮
লোহার যাকাত ৩০৮

শ

শর্ত সাপেক্ষে যাকাতের টাকায় নির্মিত ঘর প্রদান ৩০৮
'শক্তিশালী ঋণের' বিধান ৩০৯
শাশুড়িকে যাকাত দেওয়া ৩১০
শাগরেদকে যাকাত দেওয়া ৩১০
শ্যালক-শ্যালিকাকে যাকাত প্রদান ৩১০
শ্বশুরকে যাকাত দেওয়া ৩১১
শিয়াদেরকে যাকাত দেওয়া ৩১১

বিষয় পৃষ্ঠা

শেয়ারের যাকাত ৩১১
শেয়ারের যাকাত কীভাবে আদায় করবে ৩১৩
শেয়ারের পুঁজি ও মুনাফা উভয়ের যাকাত দিতে হবে ৩১৩
শিল্প-কারখানার যাকাত ৩১৪
শিল্পকর্মের / কারিগরী শিক্ষার্থীকে যাকাত দেওয়া ৩১৪
শিল্পকর্মের যন্ত্রপাতির যাকাত ৩১৪
শিল্প কারখানার যন্ত্রপাতির হুকুম ৩১৫

স

সদকা গোপনে দেওয়া ৩১৫
সমস্ত সম্পদ দান করে দিলে ৩১৫
সড়ক নির্মাণে যাকাতের টাকা দেওয়া ৩১৫
সর্বপ্রথম তিন ব্যক্তি জাহান্নামে প্রবেশ করবে ৩১৬
সম্পদের উপর বছর পূর্ণ হলে ৩১৬
সন্ত্রাসী সংগঠনকে যাকাত দেওয়া ৩১৬
সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিকে যাকাত দেওয়া ৩১৭
সম্পদশালী সন্তানের বিধবা মাকে যাকাত দেওয়া ৩১৭
সম্পদের উপর যাকাত কখন ফরয হয় ৩১৮
সরকারী মাদরাসায় যাকাত দেওয়া ৩১৮
সৎ বাবা/ দাদাকে যাকাত দেওয়া ৩১৮
সৎ মাকে যাকাত দেওয়া ৩১৯
সৎ ভাই-বোনকে যাকাত দেওয়া ৩১৯
সৎ মা-বাবাকে যাকাত দেওয়া ৩১৯
সংগঠনকে যাকাত দেওয়া ৩১৯
সংযোজিত কৃত্রিম অঙ্গের যাকাত ৩১৯
সাইয়্যেদ কর্তৃক অপর সাইয়্যেদকে যাকাত দেওয়া ৩২০
সাইয়্যেদ হিসেবে প্রসিদ্ধ ব্যক্তিকে যাকাত দেওয়া ৩২০
সাইয়্যেদ হিসেবে প্রসিদ্ধ কিন্তু বংশ তালিকা নেই ৩২০
সাইয়্যেদা মহিলার সন্তানকে যাকাত দেওয়া ৩২১
সাইয়্যেদকে অনন্যোপায় অবস্থায় যাকাত দেওয়া ৩২১

বিষয় পৃষ্ঠা

সাইয়্যেদের ঋণ যাকাতের টাকা দিয়ে পরিশোধ করা ৩২১
সাইয়্যেদের জন্য যাকাত নাজায়েয হওয়ার কারণ ৩২১
সাইয়্যেদকে ভুলে যাকাত দিয়ে দিলে ৩২২
সাইয়্যেদকে যাকাত দেওয়া ৩২৩
সাইয়্যেদকে সহযোগিতা করা ৩২৩
সাইয়্যেদের স্ত্রীকে যাকাত দেওয়া ৩২৩
সাধারণ আয়ের লোককে যাকাত দেওয়া ৩২৪
সাহেবে নেসাব কখন হয়েছে জানা না-থাকলে ৩২৪
সাহেবে নেসাব ঋণী হলে ৩২৪
সালামী বাবদ প্রদেয় টাকার যাকাত ৩২৫
সাহেবে নেসাব হওয়ার তারিখ মনে না-থাকলে ৩২৬
'সায়েমা' পশুর সংজ্ঞা ৩২৬
সেনাবাহিনীকে যাকাত দেওয়া ৩২৭
সেবা সংস্থা কর্তৃক যাকাতের টাকা দিয়ে ঘর তৈরী করে বণ্টন করা ৩২৭
সেবাসংস্থা কর্তৃক যাকাত উসুল করে একাধিক বছর রেখে দেওয়া ৩২৮
সেবাসংস্থার কর্মচারীদেরকে যাকাতের টাকা দিয়ে বেতন দেওয়া ৩২৮
সেভিংস সার্টিফিকেট ৩২৯
সূদের টাকার উপর যাকাত ৩২৯
সূদের টাকা দ্বারা যাকাত আদায় করা ৩৩০
সেলাই মেশিন ৩৩০
সোনা রুপা কোনোটিরই নেসাব পূর্ণ না-হলে ৩৩১
স্ত্রী নেসাবের মালিক আর স্বামী ঋণী হলে ৩৩১
স্ত্রী নেসাবের মালিক, কিন্তু স্বামী গরীব ৩৩১
স্ত্রীকে যাকাত দেওয়া ৩৩২
স্ত্রীর অলংকার এবং সোনা-রুপার বিধান ৩৩২
স্ত্রীর অলংকারের যাকাত স্বামীর জিম্মায় নয় ৩৩৩
স্বর্ণের নেসাব ও যাকাত ৩৩৪
স্বর্ণ খাঁটি না-হলে ৩৩৫
স্বর্ণ-রুপার গুরুত্বের কারণ ৩৩৫

বিষয় পৃষ্ঠা

স্বর্ণ-রুপার নেসাবে এত বৈষম্য কেন? ৩৩৬
স্বর্ণের যাকাত কোন মূল্যে দেবে ৩৩৬
স্বামী এবং স্ত্রীর যাকাতের হিসাব আলাদা ৩৩৭
স্বামীকে যাকাত দেওয়া ৩৩৭
স্বামীর অন্য স্ত্রীর সন্তানকে যাকাত দেওয়া ৩৩৭
স্বামীর যাকাত আদায় করা বিধবার উপর আবশ্যক নয় ৩৩৮
স্বর্ণ-রুপা খচিত কাপড়ের যাকাত ৩৩৮
স্বর্ণের খাদের হুকুম ৩৩৮
সম্মিলিত মালের যাকাত ৩৩৮
স্টেশনারী দোকান ৩৩৯
স্কুলের আসবাবপত্র যাকাতের টাকা দিয়ে ক্রয় করা ৩৩৯
স্কুল নির্মাণ কাজে যাকাতের অর্থ ব্যয় করা ৩৪০
সংস্থার মাধ্যমে যাকাত বিতরণ ৩৪০
সংস্থাকে যাকাত দেওয়া ৩৪০
সংস্থার কর্মকর্তা-কর্মচারীদেরকে যাকাতের টাকা দিয়ে বেতন দেওয়া ৩৪০
সঞ্চয় থেকে ঋণ বেশি হলে ৩৪১

হ

হজ্জ পালনের জন্য যাকাত গ্রহণ করা ৩৪১
হজ্জের টাকার যাকাতের হুকুম ৩৪১
হজ্জের জন্য জমাকৃত টাকার যাকাত ৩৪২
হজ্জের উদ্দেশ্যে সঞ্চিত টাকার যাকাত ৩৪২
হাজীকে যাকাত দেওয়া ৩৪২
হাদিয়ার নামে যাকাত দেওয়া ৩৪৩
হারাম মাল হালাল মালে মিশ্রিত হয়ে গেলে ৩৪৩
হারাম মালের যাকাত ৩৪৩
হিসাব ছাড়া যাকাত দেওয়া ৩৪৪
হীরার যাকাত ৩৪৪
হীরার অলংকারের যাকাত ৩৪৫
"হীলায়ে তামলীক" তথা মালিকানা প্রদানের কৌশল ৩৪৫

বিষয় পৃষ্ঠা

হীলা বা কৌশল অবলম্বন করা.....৩৪৫
হীলার মধ্যে মালিক বানানো শর্ত.....৩৪৬
হীলার মধ্যে শর্ত লাগানো ৩৪৭
হালাল-হারামে মিশ্রিত মালের যাকাত..... ৩৪৮
হারানো মালের বিধান.....৩৪৯
হেফাজতের টাকার যাকাত.....৩৪৯
হেবার মালের যাকাত.....৩৫০
হুন্ডির খরচ যাকাতের টাকা থেকে আদায় করা ৩৫০

বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহীম

অ

❒ অধিক সন্তানের পিতাকে যাকাত প্রদান

১. যদি কোনো ব্যক্তির সন্তান সংখ্যা বেশি হয়, সে নেসাবের মালিক না-হয়, তার আয়-উপার্জন ও বেতন পারিবারিক প্রয়োজন পূরণের জন্য যথেষ্ট না-হয়, তাহলে এমন ব্যক্তিকে যাকাত দেওয়া জায়েয আছে।[১]

২. যদি কোনো ব্যক্তির অধিক সংখ্যক সন্তান থাকে এবং ঋণী হওয়ার কারণে সংসার চালানোও মুশকিল হয়, তাহলে তাকে যাকাত দেওয়া জায়েয আছে।[২]

❒ অনুমতি ছাড়া অন্যের যাকাত আদায় করা

যদি কোনো ব্যক্তি অন্য ব্যক্তির যাকাত তার অনুমতি ব্যতীত নিজের পক্ষ থেকে আদায় করে দেয়, তাহলে যার যাকাত আদায় করেছে, তার যাকাত আদায় হবে না। যদি পরবর্তী সময়ে ওই ব্যক্তি অনুমতি দিয়েও দেয়, তবুও জায়েয হবে না। যত টাকা যাকাত হিসেবে দিয়েছে, তা উসুল করারও তার অধিকার নেই। কেননা, যাকাত প্রদানে ওই ব্যক্তির কোনো দখল ছিল না।[৩]

❒ অনুমতি নিয়ে অন্যের যাকাত আদায় করা

যদি কোনো ব্যক্তি অপর ব্যক্তির যাকাত তার অনুমতি নিয়ে বা তার নির্দেশে আদায় করে দেয়, তাহলে ওই ব্যক্তির যাকাত আদায় হয়ে যাবে।[৪]

---

১. আলমগিরী : খণ্ড-১, পৃষ্ঠা-১৮৯,আল-বাহরুর রায়েক : খণ্ড-২, পৃষ্ঠা-২৪০, ফাতাওয়া শামী : খণ্ড-২, পৃষ্ঠা-৩৯, বাদায়েউস্ সানায়ে : খণ্ড-২, পৃষ্ঠা-৪৯

২. আলমগিরী : খণ্ড-১, পৃষ্ঠা-১৮৯,আল-বাহরুর রায়েক : খণ্ড-২, পৃষ্ঠা-২৪৪, বাদায়েউস্ সানায়ে : খণ্ড-২, পৃষ্ঠা-৪৯

৩. বাদায়েউস্ সনায়ে : খণ্ড-২, পৃষ্ঠা-৪১, রদ্দুল মুহতার : খণ্ড-২, পৃষ্ঠা-২৬৯, আল-বাহরুর রায়েক : খণ্ড-২, পৃষ্ঠা-২১০

৪. বাদায়েউস্ সনায়ে : খণ্ড-২, পৃষ্ঠা-৫৩, আল-বাহরুর রায়েক : খণ্ড-২, পৃষ্ঠা-২১০, আদ্ দুররুল মুখতার মা'আ রদ্দিল মুহতার : খণ্ড-২, পৃষ্ঠা-২৬৮

❒ অনুমান করে যাকাত দেওয়া

পুঙ্খানুপুঙ্খ হিসাব করেই যাকাত দিতে হবে। অনুমান করে যাকাত দেওয়া উচিত নয়। যদি অনুমান করে যাকাত দেওয়া হয়, আর অনুমান কম হয়, তাহলে যাকাত আদায়ের জিম্মাদারী পরিপূর্ণরূপে আদায় হবে না। এর জন্য পরকালে শাস্তি ভোগ করতে হবে।

যদি কোনো কারণে পরিপূর্ণরূপে হিসাব করা সম্ভব না-হয় তাহলে অনুমান করার সময় একটু বাড়িয়ে বেশি অনুমান করতে হবে। যাতে যাকাত কম আদায় না-হয়।[৫]

❒ অনুমান করে মূল্য নির্ধারণ করা

পণ্য কম হোক বা বেশি, আনুমানিক মূল্য নির্ধারণ করে যাকাত আদায় করা যথেষ্ট নয়। বরং যাকাতের হিসাব করার সময় পণ্যাদির মূল্য নির্ধারিত হবে ওই সময়ের বাজারদর হিসেবে। এই মূল্যেরই শতকরা আড়াই টাকা হিসেবে যাকাত আদায় করতে হবে।[৬]

❒ অমুসলিমকে দিয়ে যাকাত বণ্টন করানো

যাকাত বণ্টনের কাজ অমুসলিমের উপর অর্পণ করা জায়েয নেই। এতে মুসলমানের মানহানি হয়। অমুসলিম মুসলমানের উপর নেতৃত্বলাভ করে। যাকাতের টাকা যথাযথ ব্যবহার হয় না। যাকাতদাতাদের যাকাতও এতে আদায় হবে না। এর দায়ভার তার উপর বর্তাবে, যে অমুসলিমকে যাকাত বণ্টনের দায়িত্ব দিয়েছে।[৭]

❒ অমুসলিম গরীবকে যাকাত দেওয়া

১. যাকাতের ব্যয়খাত হলো শুধু দরিদ্র মুসলমান। কোনো অমুসলিমকে যাকাত দেওয়া জায়েয নেই। যদি কোনো ব্যক্তি অমুসলিম গরীবকে যাকাত দেয়, তার যাকাত আদায় হবে না। এই পরিমাণ যাকাত পুনরায় মুসলমান গরীবকে দিতে হবে।[৮]

কুরআন মাজীদের নির্দেশনা–

---

৫. আলমগীরী : খণ্ড-১, পৃষ্ঠা-১৭৫, ফাতাওয়া শামী : খণ্ড-২,পৃষ্ঠা-২৮৮, আল-বাহরুর রায়েক : খণ্ড-২, পৃষ্ঠা-২২২, বাদায়েউস্ সানায়ে' :খণ্ড-২, পৃষ্ঠা-১৩

৬. আল-ফিকহুল ইসলামী ওয়া আদিল্লাতুহু : খণ্ড-২, পৃষ্ঠা-৮২৮

৭. ফাতাওয়া শামী : খণ্ড-২, পৃষ্ঠা-৩০৯

৮. বাদায়েউস্ সানায়ে' : খণ্ড-২, পৃষ্ঠা-৪৯ আল-বাহরুর রায়েক : খণ্ড-২, পৃষ্ঠা-২৪২ রদ্দুল মুহতার : খণ্ড-২, পৃষ্ঠা-৩৫১

إِنَّمَا الصَّدَقٰتُ لِلْفُقَرَآءِ وَ الْمَسٰكِيْنِ وَ الْعٰمِلِيْنَ عَلَيْهَا وَ الْمُؤَلَّفَةِ قُلُوْبُهُمْ وَ فِي الرِّقَابِ وَ الْغٰرِمِيْنَ وَ فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ وَ ابْنِ السَّبِيْلِ فَرِيْضَةً مِّنَ اللّٰهِ وَ اللّٰهُ عَلِيْمٌ حَكِيْمٌ ۝

অর্থ : যাকাত হলো কেবল গরীব, মিসকীন (সরকারী) যাকাত আদায়কারী ও (ইসলামের প্রতি) যাদের মনোযোগ আকর্ষণ করা প্রয়োজন তাদের জন্য। সেই সঙ্গে যাকাত ব্যয় করা যাবে কাউকে দাসত্ব থেকে মুক্ত করা, ঋণগ্রস্ত ব্যক্তির ঋণ পরিশোধ করা, আল্লাহর পথে জিহাদরত ব্যক্তির সাহায্য করা এবং মুসাফির ব্যক্তিকে সহযোগিতা করার উদ্দেশ্যে।[৯]

এই আয়াতে গরীব ও মিসকীন দ্বারা সর্বসম্মতিক্রমে মুসলমান গরীব ও মিসকীন উদ্দেশ্য। অবশ্য নফল সদকা কাফেরকে দেওয়া জায়েয আছে।[১০]

২. অমুসলিম গরীব ও অভাবীকে আল্লাহর ওয়াস্তে নফল সদকা দেওয়া জায়েয আছে।[১১]

৩. অমুসলিম গরীবের ঋণ যাকাত দ্বারা আদায় করা জায়েয নেই।[১২]

৪. যদি রাষ্ট্র মুসলমানদের থেকে যাকাতের টাকা নিয়ে অমুসলিমদেরকে দেয় অথবা যাকাতের সঠিক ব্যয়খাতে খরচ না-করে, তাহলে যাকাত দাতাদের যাকাত আদায় হবে না। তাদের জন্য আবশ্যক পুনরায় সঠিক খাতে যাকাত আদায় করা।[১৩]

❒ অন্য শহরে যাকাত প্রেরণ করা

১. অন্য শহরের লোক যদি গরীব ও অভাবী হয় অথবা আত্মীয়-স্বজন অভাবী হয় অথবা ওই শহরের লোকজন দীনি শিক্ষায় মশগুল হয় তাহলে এমন লোকদের নিকট যাকাতের টাকা পাঠানোতে কোনো সমস্যা নেই। বরং কোনো-কোনো ক্ষেত্রে সওয়াব ও বেশি হয়।[১৪]

২. দীনি মাদরাসাসমূহের গরীব ছাত্রদের জন্য যাকাতের টাকা প্রেরণ করা শুধু জায়েযই নয়; বরং সদকায়ে জারিয়াও।[১৫]

---

৯. সূরা তওবা : আয়াত-৬০; আয়াতের অনুবাদ সম্পাদক কর্তৃক সংযোজিত।

১০. আল-বাহরুর রায়েক : খণ্ড-২, পৃষ্ঠা-২৪২; বাদায়েউস্ সানায়ে' : খণ্ড-২, পৃষ্ঠা-৪৯; রদ্দুল মুহতার : খণ্ড-২, পৃষ্ঠা-৩৫১

১১. আল-বাহরুর রায়েক : খণ্ড-২, পৃষ্ঠা-২৪২; বাদায়েউস্ সানায়ে' : খণ্ড-২, পৃষ্ঠা-৪৯; রদ্দুল মুহতার : খণ্ড-২, পৃষ্ঠা-৩৫১

১২. আল-বাহরুর রায়েক : খণ্ড-২, পৃষ্ঠা-২৪২; রদ্দুল মুহতার : খণ্ড-২, পৃষ্ঠা-৩৫১; আলমগীরী : খণ্ড-১, পৃষ্ঠা-১৮৯

১৩. বাদায়েউস্ সানায়ে' : খণ্ড-২, পৃষ্ঠা-৩৬

১৪. আদ্ দুরুরুল মুখতার শামী : খণ্ড-২, পৃষ্ঠা-২৫৩, ৩৫৪, আল-বাহরুর রায়েক : খণ্ড-২, পৃষ্ঠা-২৫০ ফাতাওয়ায়ে হিন্দিয়া : খণ্ড-১, পৃষ্ঠা-১৯০

১৫. প্রাগুক্ত

৩. যাকাত ব্যয়ের খাতসমূহের মধ্যে নিতান্ত অসহায়-গরীব ব্যক্তিরাই সবচেয়ে বেশি হকদার। কেননা, যাকাতের উদ্দেশ্যই হলো গরীবদের অভাব দূর করা।[১৬]

❒ অন্য দেশের মুসলমানদেরকে যাকাত দেওয়া

যাকাতের টাকা অন্য দেশের গরীব মুসলমান ও অভাবীদেরকে দেওয়া জায়েয। তবে শর্ত হলো, যাকে যাকাত দেওয়া হবে সে নেসাবের মালিক না-হওয়া এবং তাকে মালিক বানিয়ে দেওয়া।[১৭]

❒ অজ্ঞ ব্যক্তিকে যাকাত বণ্টনের জিম্মাদার বানানো

যে ব্যক্তি যাকাতের মাসায়েল সম্পর্কে অজ্ঞ, যাকাত পাওয়ার উপযুক্ত কে, আর কে উপযুক্ত নয়, এ সম্পর্কে যার ভালোভাবে জানা নেই, এমন ব্যক্তিকে যাকাত বণ্টনের জিম্মাদার বানানো জায়েয নেই। কেননা, শরীয়তের মাসায়েলের বিপরীত যাকাত বণ্টন করলে যাকাত আদায় হবে না।[১৮]

❒ অলংকারে যদি খাদ মিশানো থাকে

খাদ মিশানো অলংকারে সোনা বা রুপার পরিমাণ যদি খাদ থেকে বেশি হয় অর্থাৎ, অর্ধেকের চেয়ে বেশি সোনা বা রুপা হয়, তাহলে তা সোনা বা রুপার হুকুমের অন্তর্ভুক্ত হবে। খাঁটি সোনা-রুপার মতোই এর উপরও যাকাত ফরয হবে।

আর যদি খাদ বেশি হয় অর্থাৎ, অর্ধেকের চেয়ে বেশি খাদ হয়, তাহলে তা খাদের হুকুমের অন্তর্ভুক্ত হবে। যাকাতও ওয়াজিব হবে না।[১৯]

❒ অলংকারের নেসাব[২০] ও যাকাত

১. অলংকারের নেসাব জানতে সোনা-রুপার নেসাব দেখুন। অলংকার স্বর্ণের হলে স্বর্ণের নেসাব ধর্তব্য হবে। রুপার হলে রুপার নেসাব ধর্তব্য হবে।

২. অলংকার নেসাব পরিমাণ বা তার চেয়ে বেশি হলে বার্ষিক চল্লিশ ভাগের

---

১৬. আল-বাহরুর রায়েক : খণ্ড-২, পৃষ্ঠা-২৫০; ফাতাওয়ায়ে হিন্দিয়া : খণ্ড-১, পৃষ্ঠা-১৯০; ফাতাওয়া শামী : খণ্ড-২, পৃষ্ঠা-৩৫৩

১৭. আল-বাহরুর রায়েক : খণ্ড-২, পৃষ্ঠা-২৫০; রদ্দুল মুহতার : খণ্ড-২, পৃষ্ঠা-৩৫৩

১৮. মেশকাত : পৃষ্ঠা-৪৬৯; আবূ দাউদ : ১৬৩৪; শুআইব আরনাউতের মতে হাদীসটির সনদ শক্তিশালী

১৯. ফাতাওয়া শামী : খণ্ড-২, পৃষ্ঠা-৩০০, আল-বাহরুর রায়েক : খণ্ড-২, পৃষ্ঠা-২২৮, ফাতাওয়ায়ে হিন্দিয়া : খণ্ড-১, পৃষ্ঠা-১৭৯, তাতারখানিয়া : খণ্ড-২, পৃষ্ঠা-২৩৩

২০. নেসাব : যেপরিমাণ সম্পদ একজনের মালিকানাধীন থাকলে যাকাত ফরয হয়, তাকে "নেসাব" বলা হয়। যেমন : সোনা-রুপার ক্ষেত্রে এক নেসাব হলো: সাড়ে সাত তোলা সোনা বা সাড়ে বায়ান্ন তোলা রুপা। –সম্পাদক

এক ভাগ অর্থাৎ, শতকরা আড়াই টাকা হারে যাকাত আদায় করতে হবে। কেননা, মূলত সৃষ্টিগতভাবেই সোনা-রুপাকে 'ছামান' বা মূল্য হিসেবে সৃষ্টি করা হয়েছে। যা প্রচলিত মুদ্রামান সম্পন্ন। ব্যবসায়ের উদ্দেশ্যেই এ দু'টিকে সৃষ্টি করা হয়েছে। কেউ যদি সোনা-রুপা দ্বারা ব্যবসা করে পুঁজি না বাড়ায়; বরং অলংকার বানিয়ে রেখে দেয় তাহলে এর দায়ভার শরীয়ত গ্রহণ করবে না। এর দায়ভার তার নিজের, সে অলংকারকে প্রচলিত টাকায় বিনিময় করে ব্যবসায় বিনিয়োগ করে বাড়ায়নি কেন? সুতরাং সর্বাবস্থায় যাকাত ফরয হবে।[২১]

৩. ইমাম আযম আবু হানীফা রহ.-এর মতে দৈনন্দিন ব্যবহারের অলংকারের উপরও যাকাত ফরয হবে, যদি অলংকার নেসাব পরিমাণ হয় অথবা অন্যান্য যাকাতের মালের সঙ্গে মিলে নেসাব পরিমাণ হয়ে যায়।[২২]

৪. যদি সোনা এবং রুপার অলংকার নেসাব পরিমাণ হয়, তাহলে তার বার্ষিক যাকাত আদায় করতে হবে। চাই ব্যবহার করুক বা না করুক, এতে কোনো পার্থক্য নেই।

৫. লকারে মজুদ অলংকার যদি নেসাব পরিমাণ হয় তাহলে তা থেকেও বার্ষিক যাকাত আদায় করতে হবে।[২৩]

৬. অলংকারাদি যদি নেসাব পরিমাণ হয়, তাহলে হানাফী মাযহাব মতে অলংকারের উপর বার্ষিক যাকাত ফরয হবে। চাই তা পুরুষের হোক বা মহিলার। খোদাই করে বানানো হোক বা আগুনে গলিয়ে, পাত্র হোক বা অন্য কিছু, ব্যবহৃত হোক বা অব্যবহৃত, মেশিনে বানানো হোক বা আংটির পাথর, সর্বাবস্থায় যাকাত ফরয হবে।[২৪]

৭. কেউ-কেউ আবার ব্যবহারের অলংকার বলে যাকাত আদায় করে না। এটা সঠিক নয়।

❐ অলংকারের যাকাত

১. (ক) বিভিন্ন সময় বিভিন্ন অলংকার ক্রয় করা হয়েছে। এগুলোর উপর যাকাত কখন ফরয হবে? এক্ষেত্রে নির্দিষ্ট করার পদ্ধতি হলো, উক্ত ব্যক্তির

---

২১. আল-ফিকহুল ইসলামী ওয়া আদিল্লাতুহু : খণ্ড-২, পৃষ্ঠা-২৬৭; আলমগীরী : খণ্ড-১, পৃষ্ঠা-১৭৮

২২. আল-ফিকহুল ইসলামী ওয়া আদিল্লাতুহু : খণ্ড-২, পৃষ্ঠা-৭৬৭

২৩. আল-বাহরুর রায়েক : খণ্ড-২, পৃষ্ঠা-২২৬; ফাতাওয়ায়ে হিন্দিয়া : খণ্ড-১, পৃষ্ঠা-১৮৭; আল-মাবসূত : খণ্ড-২, পৃষ্ঠা-১৯১; আল-ফিকহুল ইসলামী ওয়া আদিল্লাতুহু : খণ্ড-২, পৃষ্ঠা-২৬৭

২৪. প্রাগুক্ত

নিকট যেদিন সোনা-রুপা, ব্যবসার মাল, নগদ টাকা এবং অলংকারের সমষ্টি সাড়ে বায়ান্ন তোলা রুপার মূল্যের সমপরিমাণ হবে, তখন সে সাহেবে নেসাব বলে গণ্য হবে।[২৫]

(খ) যেদিন অলংকারের পরিমাণ নেসাব বরাবর হবে, সেদিন থেকেই ওই ব্যক্তি সাহেবে নেসাব হিসেবে ধর্তব্য হবে। তবে শর্ত হলো, তার কাছে যাকাত ফরয হয় পরিমাণ অন্য কোনো যাকাতের মাল থাকতে পারবে না।[২৬]

(গ) অলংকার নেসাব পরিমাণ নেই, কিন্তু অন্যান্য যাকাতের মালের সঙ্গে মিলে সাড়ে বায়ান্ন তোলা রুপার মূল্যের সমপরিমাণ হয়ে যায়, তাহলে এ ব্যক্তিও সাহেবে নেসাব হয়ে যাবে।[২৭]

(ঘ) স্বর্ণ বা তার অলংকার নেই, শুধু রুপা বা ব্যবসায়িক মাল অথবা নগদ টাকা এবং অন্যান্য যা আছে, তা নেসাব সমপরিমাণ হয়, তাহলে সে সাহেবে নেসাব হবে।[২৮]

(ঙ) যেদিন থেকে কোনো ব্যক্তি নেসাবের মালিক হলো, ওই দিনের চান্দ্র মাসের তারিখ স্মরণ রাখবে। এক বছর পর আবার যখন ওই চান্দ্রতারিখ আসবে এবং সে-ও নেসাবের মালিক থাকবে তখন তার উপর যাকাত ফরয হবে এবং শতকরা আড়াই টাকা হারে যাকাত আদায় করতে হবে।[২৯]

যদি বছর পূর্ণ হওয়ার পূর্বেই আরো অলংকার ক্রয় করে, যেমন : এক ঘন্টা পূর্বে ক্রয় করেছে তাহলে এই অলংকারেরও যাকাত আদায় করতে হবে।[৩০]

২. চান্দ্র মাসের যে তারিখে বছর পূর্ণ হবে, ওই দিন অলংকারের বাজারমূল্য যত হবে, তা থেকে যাকাত আদায় করতে হবে। অর্থাৎ, ক্রয় মূল্যের উপর যাকাতের হিসাব হবে না; বরং বছর পূর্ণ হওয়ার দিন বর্তমান বাজারমূল্য যত হবে, সে হিসাবে যাকাত আদায় করতে হবে।[৩১]

---

২৫. আলমগীরী : খণ্ড-১, পৃষ্ঠা-১৭২; আল-বাহরুর রায়েক : খণ্ড-২, পৃষ্ঠা-২২৪; ফাতাওয়ায়ে হিন্দিয়া : খণ্ড-১, পৃষ্ঠা-১৭৮; ফাতাওয়া শামী : খণ্ড-২, পৃষ্ঠা-২৮৫

২৬. প্রাগুক্ত

২৭. ফাতাওয়ায়ে হিন্দিয়া : খণ্ড-১, পৃষ্ঠা-১৭৯; আল-বাহরুর রায়েক : খণ্ড-২, পৃষ্ঠা-২৩০; তাতারখানিয়া : খণ্ড-২, পৃষ্ঠা-২৩২

২৮. প্রাগুক্ত

২৯. ফাতাওয়ায়ে হিন্দিয়া : খণ্ড-১, পৃষ্ঠা-১৭৫; আল-বাহরুর রায়েক : খণ্ড-২, পৃষ্ঠা-২০৩; রদ্দুল মুহতার : খণ্ড-২, পৃষ্ঠা-২৫৯; আদ্ দুররুল মুখতার মা'আর রদ : খণ্ড-২, পৃষ্ঠা-২৯৫; বাদায়েউস্ সানায়ে' : খণ্ড-২, পৃষ্ঠা-১৪

৩০. বাদায়েউস্ সানায়ে' : খণ্ড-২, পৃষ্ঠা-১৪

৩১. বাদায়েউস্ সানায়ে' : খণ্ড-২, পৃষ্ঠা-২২; ফাতাওয়া শামী : খণ্ড-২, পৃষ্ঠা-২৮৫; ফাতাওয়ায়ে হিন্দিয়া : খণ্ড-১, পৃষ্ঠা-১৮০; তাতারখানিয়া : খণ্ড-২, পৃষ্ঠা-২৪২

৩. স্বর্ণের অলংকারে যদি মণি-মুক্তা থাকে তাহলে শুধু স্বর্ণের মূল্যের উপর যাকাত আসবে। মণি-মুক্তার মূল্যের উপর যাকাত ফরয হবে না এবং অলংকার তৈরীর পারিশ্রমিকও তাতে যুক্ত হবে না।[৩২]

৪. অলংকারের মধ্যে স্বর্ণ ছাড়া অন্য কিছু মিশ্রিত থাকলে, তার যাকাত আদায়ের হুকুম হলো, এই মিশ্রিত অলংকারের স্বর্ণের যে মূল্য হবে, তার শতকরা আড়াই টাকা হারে যাকাত আদায় করতে হবে।[৩৩]

৫. অলংকার যখন নেসাব পরিমাণ হবে তখন বছর অতিক্রান্ত হওয়ার পর যাকাত ফরয হবে। ব্যবহার করুক বা না করুক, নিজের কাছে থাকুক বা ব্যাংকের লকারে থাকুক, সর্বাবস্থায় যাকাত ফরয হবে।[৩৪]

❐ অলংকারের যাকাত মহিলা কীভাবে দেবে

১. যে অলংকারের মালিক মহিলা, তা যদি নেসাব সমপরিমাণ হয়, এর যাকাত আদায় করা মহিলার উপর ফরয। স্বামী যদি অনুগ্রহ করে স্ত্রীর অনুমতি সাপেক্ষে যাকাত দিয়ে দেয় অথবা মহিলা স্বামীর নিকট থেকে টাকা নিয়ে যাকাত দিয়ে দেয় অথবা স্বামী স্ত্রীকে খরচের জন্য যে টাকা দেয়, তা থেকে বাঁচিয়ে দিয়ে দেয়, যাকাত আদায় হয়ে যাবে। যদি কোনো ব্যবস্থাই না-হয় তাহলে মহিলা তার অলংকার থেকেই যাকাত দিতে হবে। চাই অলংকারের চল্লিশ ভাগের এক ভাগ যাকাত দিক অথবা কারো থেকে কর্জ করে চল্লিশ ভাগের এক ভাগের মূল্য আদায় করুক। পরবর্তী সময়ে কর্জ পরিশোধ করে দেবে।[৩৫]

২. চল্লিশ ভাগের এক ভাগ এর অর্থ হলো চল্লিশ তোলার মধ্য থেকে এক তোলা। আর একশত তোলার মধ্যে আড়াই তোলা বা তার মূল্য।[৩৬]

৩. আল্লাহ তাআলা যখন এই মহিলাকে সাহেবে নেসাব বানিয়েছেন তখন সে মালদার হয়ে গেছে। এখন তার জন্য জরুরী হলো, সে বার্ষিক যাকাত আদায় করবে, নতুবা গুনাহগার হবে। আর কবর থেকে নিয়ে আখেরাত

---

৩২. আল-ফিকহুল ইসলামী ওয়া আদিল্লাতুহু : খণ্ড-২, পৃষ্ঠা-৭৬৭

৩৩. আল-বাহরুর রায়েক : খণ্ড-২, পৃষ্ঠা-২২৮

৩৪. আল-বাহরুর রায়েক : খণ্ড-২, পৃষ্ঠা-২২৬; বাদায়েউস্ সানায়ে' : খণ্ড-২, পৃষ্ঠা-১৭; ফাতাওয়া শামী : খণ্ড-২, পৃষ্ঠা-২৯৮

৩৫. ফাতহুল কাদীর : খণ্ড-২, পৃষ্ঠা-১১২; তাতারখানিয়া : খণ্ড-২, পৃষ্ঠা-২১৭

৩৬. ফাতাওয়ায়ে হিন্দিয়া : খণ্ড-১, পৃষ্ঠা-১৭৮; তাতারখানিয়া : খণ্ড-২, পৃষ্ঠা-২৩০; আল-বাহরুর রায়েক : খণ্ড-২, পৃষ্ঠা-২২৫; রদ্দুল মুহতার : খণ্ড-২, পৃষ্ঠা-২৯৯

পর্যন্ত আযাব ভোগ করতে থাকবে। তার কোনো ওজর শোনা হবে না। তবে আল্লাহ যদি তার খাস রহমতে মাফ করে দেন, এটা তার একান্ত অনুগ্রহ হবে। কিন্তু এই বিশেষ দয়া কার উপর হবে তা আমাদের জানা নেই।[৩৭]

❐ অল্প-অল্প করে সঞ্চিত টাকার বিধান

অল্প-অল্প করে সঞ্চিত টাকা সাড়ে বায়ান্ন তোলা রুপার মূল্যের সমপরিমাণ না-হওয়া পর্যন্ত যাকাত ফরয হবে না।[৩৮]

যে সময় সঞ্চিত এই টাকা সাড়ে বায়ান্ন তোলা রুপার মূল্যের সমপরিমাণ হবে এবং ঋণমুক্ত হবে, ওই ব্যক্তি সেই তারিখ থেকে সাহেবে নেসাব হয়ে যাবে। সেদিন থেকে আরবী চান্দ্র মাসের হিসাবে যখন এক বছর পূর্ণ হবে তখন তার উপর যাকাত আদায় করা ওয়াজিব হবে। বছরের মাঝখানে যদি ওই টাকা কম-বেশি হতে থাকে, সেটা ধর্তব্য হবে না। মোটকথা বছরের শুরু এবং শেষে নেসাব পরিমাণ মাল থাকা শর্ত।[৩৯]

তবে বছরের মধ্যখানে যদি নেসাব একেবারেই শেষ হয়ে যায়, নেসাবের পরিমাণ অবশিষ্ট না-থাকে, তাহলে পরবর্তী সময়ে যখন আবার নেসাব পরিমাণ মালের মালিক হবে তখন সে পুনরায় সাহেবে নেসাব বলে গণ্য হবে। আর ওই দিন থেকে পুনরায় এক বছর অতিবাহিত হওয়ার পর যাকাত আদায় করা ওয়াজিব হবে।[৪০]

❐ অল্প-অল্প করে যাকাত দেওয়া

১. কোনো ব্যক্তি বছরের শেষে একত্রে যাকাত আদায়ের পরিবর্তে প্রতি মাসে কিছু-কিছু করে আদায় করতে চাইলেও আদায় করতে পারবে, তা জায়েয আছে।[৪১]

২. যদি কোনো ব্যক্তি নেসাবের মালিক হওয়ার পর, অল্প-অল্প করে অগ্রিম যাকাত আদায় করে, তাও জায়েয আছে।[৪২]

---

৩৭. ফাতহুল কাদীর : খণ্ড-২, পৃষ্ঠা-১১২; তাতারখানিয়া : খণ্ড-২, পৃষ্ঠা-২১৭

৩৮. আলমগীরী : খণ্ড-১, পৃষ্ঠা-১৭৩

৩৯. আলমগীরী : খণ্ড-১, পৃষ্ঠা-১৭৫; আল-বাহরুর রায়েক : খণ্ড-২, পৃষ্ঠা-২২৯; ফাতাওয়া শামী : খণ্ড-২, পৃষ্ঠা-৩০২

৪০. তাতারখানিয়া আলা হামিশিল হিন্দিয়া : খণ্ড-১, পৃষ্ঠা-২৫১; বাদায়েউস্ সানায়ে' : খণ্ড-২, পৃষ্ঠা-১৫

৪১. ফাতাওয়া শামী : খণ্ড-২, পৃষ্ঠা-২৭১

৪২. আলমগীরী : খণ্ড-১, পৃষ্ঠা-১৭৬; তাতারখানিয়া : খণ্ড-২, পৃষ্ঠা-২৫৩

❒ অগ্রিম টাকা প্রদানের পর যাকাতের নিয়ত করা

ফেরত দেওয়ার শর্তে কর্মচারীকে অগ্রিম টাকা প্রদান করা হলো, কিন্তু টাকা ফেরত দেওয়ার সামর্থ্য তার নেই। এ জন্য টাকার মালিক যাকাতের নিয়ত করে ফেলল। এতে যাকাত আদায় হবে না। কেননা, টাকা দেওয়ার সময় যাকাতের নিয়ত ছিল না। আর যাকাত আদায় হওয়ার জন্য টাকা দেওয়ার সময় যাকাতের নিয়ত করা অথবা যাকাতের নিয়তে টাকা পৃথক করে রাখা জরুরী। আর এখানে দুই শর্তের কোনোটিই পাওয়া যায়নি। তবে এই একটি পদ্ধতি অবলম্বন করা যেতে পারে যে, যাকাতের নিয়তে তাকে সেই পরিমাণ টাকা দিয়ে, পরে তার থেকে ঋণ হিসেবে উসুল করে নেবে, তাহলে যাকাতও আদায় হয়ে যাবে এবং ঋণও উসুল হয়ে যাবে।[৪৩]

❒ অগ্রিম যাকাত আদায় করা

১. সাহেবে নেসাব ব্যক্তি যদি নেসাবের মালের উপর বছর পূর্ণ হওয়ার পূর্বেই অগ্রিম যাকাত দিয়ে দেয়, তাহলে যাকাত আদায় হয়ে যাবে।[৪৪]

২. এক নেসাবের যাকাত অগ্রিম দেওয়া যেমন জায়েয, তদ্রুপ কয়েক নেসাবের যাকাতও অগ্রিম দেওয়া জায়েয।[৪৫]

৩. সাহেবে নেসাব ব্যক্তির জন্য কয়েক বছরের যাকাত অগ্রিম আদায় করা জায়েয।[৪৬]

৪. এক ব্যক্তি দুই হাজার টাকা যাকাত দিলো। তার কাছে আছে মাত্র চল্লিশ হাজার টাকা, সে নিয়ত করল যদি আমার নিকট আরো চল্লিশ হাজার টাকা এসে যায়, তাহলে এই টাকা হলো অগ্রিম যাকাত। নতুবা এই টাকা থেকে এক হাজার টাকা হলো আগামী বছরের অগ্রিম যাকাত। এরূপ নিয়ত করা জায়েয আছে।[৪৭]

৫. এক ব্যক্তির নিকট এক লাখ টাকা আছে, কিন্তু তার ধারণা হলো তার

---

৪৩. ফাতাওয়া শামী : খণ্ড-২, পৃষ্ঠা-২৭০, ২৭১, আল-বহরুর রায়েক : খণ্ড-২, পৃষ্ঠা-২১১, বাদায়েউস্ সানায়ে' : খণ্ড-২, পৃষ্ঠা-৪২

৪৪. আলমগিরী : খণ্ড-১, পৃষ্ঠা-১৭৬, বাদায়েউস্ সানায়ে': খণ্ড-২, পৃষ্ঠা-৫১, তাতারখানিয়া : খণ্ড-২, পৃষ্ঠা-২৫৩

৪৫. আলমগিরী : খণ্ড-১, পৃষ্ঠা-১৭৬, তাতারখানিয়া : খণ্ড-২, পৃষ্ঠা-২৫৩; বাদায়েউস্ সানায়ে': খণ্ড-২, পৃষ্ঠা-৫১

৪৬. আলমগিরী: খণ্ড-১, পৃষ্ঠা-১৭৬,বাদায়েউস্ সানায়ে': খণ্ড-২, পৃষ্ঠা-৫১, বাদায়ে : খণ্ড-২, পৃষ্ঠা-২৫৩

৪৭. আলমগিরী : খণ্ড-১, পৃষ্ঠা-১৭৬

নিকট দুই লাখ আছে, আর সে ধারণা অনুযায়ী দুই লাখেরই যাকাত দিয়ে দিল। পরবর্তী সময়ে জানতে পারল, তার নিকট এক লাখ টাকাই আছে তাহলে ওই ব্যক্তির জন্য অবকাশ আছে যে, যাকাত বাবদ আদায়কৃত অতিরিক্ত টাকা আগামী বছরের যাকাতের মধ্যে অন্তর্ভুক্ত করবে।[৪৮]

আ

❐ আতরের যাকাত

১. আতর বিক্রির জন্য হলে তা ব্যবসায়িক মাল। আর ব্যক্তিগত ব্যবহারের জন্য হলে ব্যবসায়িক মাল নয়।[৪৯]

২. আতর বিক্রির জন্য হলে এবং তার মূল্য নেসাব সমপরিমাণ বা তার চেয়ে বেশি হলে, বিক্রেয় মূল্যের হিসাবে বার্ষিক শতকরা আড়াই টাকা হারে যাকাত আদায় করতে হবে।[৫০]

৩. আতরের যাকাত নগদ টাকা দ্বারা দিতে যদি পেরেশানী হয়, তাহলে প্রত্যেক প্রকার আতর থেকে চল্লিশ ভাগের এক ভাগ করে যাকাতের উপযুক্তদেরকে মালিক বানিয়ে দেবে।[৫১]

❐ আদালতের রায়ের মাধ্যমে অর্জিত সম্পদের যাকাত

১. আদালতের রায়ের সঙ্গে-সঙ্গেই তার উপর যাকাতের নির্দিষ্ট পরিমাণ টাকা ওয়াজিব হয়ে গেছে। তবে টাকা উসুল হওয়ার পর যাকাত আদায় করা আবশ্যক হবে।[৫২]

২. টাকা পাওয়ার পর মামলার খরচ ওই টাকা থেকে কর্তন করা যাবে না; বরং পূর্ণ টাকার যাকাত আদায় করতে হবে।[৫৩]

❐ আমদানিকৃত মালের যাকাত

১. যে মাল ব্যবসায়ীদেরকে মুনাফার শর্তে দেওয়া হয়েছে এবং এর যে মূল্য

---

৪৮. আলমগীরী : খণ্ড-১, পৃষ্ঠা-১৭৬, তাতারখানিয়া : খণ্ড-২, পৃষ্ঠা-২৫৪

৪৯. বাদায়েউল্ সানায়ে' : খণ্ড-২, পৃষ্ঠা-২০, ২১

৫০. আল-বাহরুর রায়েক : খণ্ড-২, পৃষ্ঠা-২২৮; ফাতাওয়া শামী : খণ্ড-২, পৃষ্ঠা-২৯৮; তাতারখানিয়া : খণ্ড-২, পৃষ্ঠা-২৩৮

৫১. ফাতাওয়ায়ে হিন্দিয়া : খণ্ড-১, পৃষ্ঠা-১৭৯; রদ্দুল মুহতার : খণ্ড-২, পৃষ্ঠা-২৯৯; তাতারখানিয়া : খণ্ড-২, পৃষ্ঠা-২৪২

৫২. ফাতাওয়া শামী : খণ্ড-২, পৃষ্ঠা-২৬৬

৫৩. ফাতাওয়া দারুল উলুম দেওবন্দ : খণ্ড-৬, পৃষ্ঠা-১৫৭

মুনাফার সঙ্গে নির্দিষ্ট করা হয়েছে, ওই মূল্য অনুযায়ী টাকা উসুল হওয়ার পর যাকাত ফরয হবে।

অর্থাৎ, যে পরিমাণ টাকা উসুল হবে, যদি এর পরিমাণ সাড়ে দশ তোলা রুপার মূল্যের কম না-হয়, তাহলে এর যাকাত আদায় করতে হবে। আর যে টাকা উসুল হয়নি, এর যাকাত আদায় করা আবশ্যক নয়।

২. যদি এ ধরনের টাকা উসুল করতে কয়েক বছর লেগে যায়, তাহলে উসুল হওয়ার পর বিগত বছরগুলোর যাকাত শতকরা আড়াই টাকা হারে আদায় করতে হবে।[৫৪]

৩. যদি এ ধরনের টাকা মার যায়, শেষ পর্যন্ত উসুল না-হয় তাহলে যাকাত আদায় করা ফরয হবে না।[৫৫]

❒ আফিম

আফিম খুব দামি একটি বস্তু।[৫৬] তাই তার মধ্যে এক-দশমাংশ উশর আদায় করা ওয়াজিব।[৫৭]

❒ আমানতদার যাকাতের টাকা খরচ করা

মাদরাসার মুহতামিম সাহেব ছাত্রদের যাকাতের টাকা কোনো ব্যক্তির নিকট আমানত রাখলেন। আমানতদারের জন্য নিজের প্রয়োজনে আমানতের টাকা খরচ করা জায়েয নেই। যদি সে ব্যক্তি নিজ প্রয়োজনে খরচ করে, তাহলে তাকে ক্ষতিপূরণ দিতে হবে। যখন সে আমানতের সম্পূর্ণ টাকা ফেরত দেবে তখন সে দায়িত্বমুক্ত হয়ে যাবে।[৫৮]

---

৫৪. আলমগীরী : খণ্ড-১, পৃষ্ঠা-১৭৫, ফাতাওয়া শামী : খণ্ড-২, পৃষ্ঠা-৩০৫, বাদায়েউস্ সানায়ে' : খণ্ড-২, পৃষ্ঠা-১০, আল-বাহরুর রায়েক : খণ্ড-২, পৃষ্ঠা-২০৭, তাতারখানিয়া : খণ্ড-২, পৃষ্ঠা-২৯৯, ফাতহুল কাদীর : খণ্ড-২, পৃষ্ঠা-১২৩

৫৫. ফাতাওয়া শামী : খণ্ড-২, পৃষ্ঠা-২৬৬, আলমগীরী : খণ্ড-১, পৃষ্ঠা-১৭৪, বাদায়েউস্ সানায়ে' : খণ্ড-২, পৃষ্ঠা-৯

৫৬. আফিম : আফিম বা পপি গাছ থেকে উৎপন্ন হয় আফিম বা Opium নামক একটি পদার্থ। আফিম মাদকদ্রব্য হিসেবে প্রসিদ্ধ হলেও মরফিনজাতীয় ঔষধসহ বিভিন্ন ঔষধ তৈরীতে এর ভূমিকা রয়েছে। মাদকদ্রব্য হিরোইন ও ফেনসিডিলে এর ব্যবহার ব্যাপক। উত্তর ভারত, পাকিস্তান, থাইল্যান্ড, তুরস্ক, লাওস, মিয়ানমার, আফগানিস্তান, মেক্সিকো, কলম্বিয়া, হাঙ্গেরি সহ পৃথিবীর বহু স্থানে আফিমের বাণিজ্যিক চাষাবাদ রয়েছে। (https://en.wikipedia.org/wiki/Opium) –সম্পাদক

৫৭. আলমগীরী : খণ্ড-১, পৃষ্ঠা-১৮৬, আল-বাহরুর রায়েক : খণ্ড-২, পৃষ্ঠা-২৩৭, রদ্দুল মুহতার : খণ্ড-২, পৃষ্ঠা-৩২৫

৫৮. আলমগীরী : খণ্ড-৪, পৃষ্ঠা-৩৪৮

❒ আমানতের টাকার উপর যাকাত

১. কারো আমানতের টাকা যদি আপনার কাছে থাকে তাহলে এর যাকাত প্রদান করা আপনার দায়িত্ব নয়। বরং যিনি আমানত রেখেছেন তার উপর দায়িত্ব হলো যাকাত প্রদান করা। তবে সে যদি আপনাকে যাকাত আদায় করার অধিকার প্রদান করে, তাহলে আপনি আমানতের টাকা থেকে যাকাত আদায় করতে পারবেন।[৫৯]

২. যায়েদের নিকট ওমর কিছু টাকা আমানত রেখে বিদেশ চলে গেছে। ওমর যায়েদকে টেলিফোন করে অথবা চিঠি লিখে অথবা ফ্যাক্স করে বলে দিয়েছে যে, আমার আমানতের টাকা থেকে তুমি যাকাত আদায় করে দাও। যায়েদ যাকাত আদায় করে দিলো অথবা যাকাতের টাকা দিয়ে দীনি কিতাব কিনে গরীব ছাত্রদেরকে দিয়ে দিলো, তাহলে যাকাত আদায় হয়ে যাবে।[৬০]

❒ আসমানী ফয়সালা

মানুষের বস্তুগত প্রয়োজনাদির সম্পর্ক বস্তুগত জিনিসের সঙ্গে। আর আল্লাহ তাআলার ফয়সালা হলো, বস্তুগত এসব উপায়-উপকরণ তিনি সমস্ত মানুষের মধ্যে সমভাবে বণ্টন করেননি। বরং কিছু মানুষকে জীবন যাপনের উপায়-উপকরণ এত অধিক পরিমাণে দিয়েছেন যে, তাদের প্রয়োজনের তুলনায় তা অনেক অনেক বেশি। আর কিছু মানুষকে জীবন যাপনের উপায়-উপকরণ এত কম পরিমাণে দিয়েছেন যে, তা দিয়ে তাদের নিত্যদিনেরই প্রয়োজন পূরণ হয় না। কুরআন মাজীদে ইরশাদ হয়েছে–

نَحْنُ قَسَمْنَا بَيْنَهُمْ مَّعِيْشَتَهُمْ فِي الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا وَرَفَعْنَا بَعْضَهُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجٰتٍ لِّيَتَّخِذَ بَعْضُهُمْ بَعْضًا سُخْرِيًّا[৬১]

অর্থ : 'পার্থিব জীবনে তাদের জীবিকা আমি বণ্টন করে দিয়েছি এবং আমিই তাদের একজনকে অপরজনের উপর মর্যাদায় উন্নত করেছি, যাতে তাদের একে অন্যের দ্বারা কাজ নিতে পারে।'[৬১]

---

৫৯. আদ্ দুররুল মুখতার : খণ্ড-২, পৃষ্ঠা-২৫৯, আল-বাহরুর রায়েক : খণ্ড-২, পৃষ্ঠা-২০২, ফাতাওয়ায়ে হিন্দিয়া : খণ্ড-১, পৃষ্ঠা-১৯২

৬০. ফাতাওয়া শামী : খণ্ড-২, পৃষ্ঠা-২৬৯, আদ্ দুররুল মুখতার শামী : খণ্ড-২, পৃষ্ঠা-২৬৮, আল-বাহরুর রায়েক : খণ্ড-২, পৃষ্ঠা-২১০, ফাতাওয়ায়ে হিন্দিয়া : খণ্ড-১, পৃষ্ঠা-১৭১, বাদায়েউস্ সানায়ে' : খণ্ড-২, পৃষ্ঠা-৪০

৬১. সূরা যুখরুফ আয়াত : ৩২

দুনিয়ার ব্যবস্থাপনা টিকিয়ে রাখা এবং ভারসাম্য রক্ষার জন্য এই তারতম্য আবশ্যক। নতুবা দুনিয়ার এই নেজাম ও শৃঙ্খলা এলোমেলো ও উলট-পালট হয়ে যেত। কিন্তু আল্লাহ তাআলা ধনী ও গরীবদের মাঝে তারতম্য সৃষ্টি করে উভয়কে তাদের অবস্থার উপর স্বাধীনভাবে ছেড়ে দেননি; বরং আল্লাহ তাআলা নির্দেশ দিয়েছেন–

وَالَّذِينَ فِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ مَّعْلُومٌ لِّلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ

'ধনীদের অর্থ-সম্পদে ভিক্ষুক ও সম্পদ-বঞ্চিতদের জন্যে নির্ধারিত হক আছে।'[৬২]

অর্থাৎ, ধনীদের সম্পদে গরীব ও মিসকীনদের নির্ধারিত অংশ রয়েছে। যে সকল ধনী লোক গরীব ও মিসকীনদের নির্ধারিত অংশ দেয় না, তারা তাদের সম্পদ আত্মসাৎকারী এবং জালেম।

❒ আত্মসাৎকৃত মালের যাকাত

১. আত্মসাৎকৃত মালের যাকাত নেই। যদি মালিকের পরিচয় জানা থাকে, তাহলে মালিককে ফেরত দেবে। আর যদি মালিক বা তার ওয়ারিশদের পরিচয় জানা না-থাকে, তাহলে সমস্ত মাল সওয়াবের নিয়ত ছাড়া সদকা করে দেবে।[৬৩]

নতুবা আখেরাতে কঠিন শাস্তি ভোগ করতে হবে। এক দেরহামের বিনিময়ে সাতশত কবুল হওয়া নামাযের সওয়াব দিতে হবে।[৬৪]

২. এ কথা সুস্পষ্ট যে, আত্মসাৎ করা নাজায়েয ও হারাম। এ সম্পর্কে কঠোর ধমকি ও ভীতি প্রদর্শন করা হয়েছে।[৬৫]

❒ আয় যথেষ্ট কিন্তু ঋণী

কোনো ব্যক্তির আয় যথেষ্ট পরিমাণ, কিন্তু সে ঋণী। অধিক খরচের কারণে সে ঋণ আদায়ে সামর্থ্য রাখে না, তাহলে এমন ব্যক্তিকে ঋণ পরিশোধের জন্য যাকাত দেওয়া জায়েয।[৬৬]

---

৬২. সূরা মা'আরিজ, আয়াত : ২৪-২৫

৬৩. আদ্ দুররুল মুখতার : খণ্ড-৬, পৃষ্ঠা-২২৮; রদ্দুল মুহতার : খণ্ড-২, পৃষ্ঠা-২৯১

৬৪. আত তাযকিরাহ ফী আহওয়ালিল মাওতা ওয়া উমূরিল আখিরাহ : পৃষ্ঠা-৩১২

৬৫. বুখারী শরীফ: খণ্ড-১, পৃষ্ঠা-৩৩০, ৩৩১; মেশকাত শরীফ : পৃষ্ঠা-২৫৪

৬৬. তানভীরুল আবসার মা'আ রদ্দিল মুহতার : খণ্ড-২, পৃষ্ঠা-৩৪৩, ফাতাওয়া হিন্দিয়া : খণ্ড-১, পৃষ্ঠা-১৮৮, আল-বাহরুর রায়েক : খণ্ড-২, পৃষ্ঠ-২৪১

❒ আয় কম এমন ব্যক্তিকে যাকাত প্রদান

যদি কোনো ব্যক্তির মাসিক আয় ৫০০০ হাজার টাকা হয়, আর তার মাসিক ব্যয় ৫০০০ হাজারের অধিক হয়, তাহলে এমন ব্যক্তিকে যাকাত দেওয়া জায়েয আছে। যদিও তার নিজের ঘর-বাড়ি থাকে।[৬৭]

❒ আয় পর্যাপ্ত হলে

১. কোনো ব্যক্তির মাসিক আয় প্রচুর। তবে পুরো বছর তার নিকট যাকাতের নেসাব পরিমাণ মাল জমা থাকে না। তার উপর যাকাত ফরয হবে না। এমন ব্যক্তিকে যাকাত অথবা সদকা দেওয়া জায়েয আছে এবং ওই ব্যক্তির জন্য তা গ্রহণ করাও জায়েয আছে।[৬৮]

২. কোনো ব্যক্তির মাসিক আয় প্রচুর ও পর্যাপ্ত। সারা বছরই তার কাছে যাকাতের নেসাব পরিমাণ মাল জমা থাকে, তাহলে সে ব্যক্তি সাহেবে নেসাব[৬৯]। এমন ব্যক্তিকে যাকাত দিলে যাকাত আদায় হবে না।[৭০]

❒ আয়ের হিসাব প্রতি বছর রাখা জরুরী কি না

আয় যদি কম-বেশি হতে থাকে অথবা মালের পরিমাণে পার্থক্য হতে থাকে, তাহলে প্রতি বছর আয়ের হিসাব রাখা জরুরী।[৭১]

অবশ্য যদি একই পরিমাণ টাকা কিংবা অলংকার ইত্যাদি কারো কাছে রাখা থাকে, যা ব্যতীত এমন কোনো আয় নেই যাতে যাকাত ফরয হতে পারে, তবে এক্ষেত্রে একবার হিসাব কষে নেওয়াই যথেষ্ট। তারপর প্রতি বছর ওই হিসাবেই যাকাত আদায় করবে।[৭২]

---

৬৭. রদ্দুল মুহতার : খণ্ড-২, পৃষ্ঠা-৩৩৯

৬৮. বাদায়েউস্ সানায়ে' : খণ্ড-২, পৃষ্ঠা-২৬২, ফাতাওয়া হিন্দিয়া : খণ্ড-১, পৃষ্ঠা-১৭৩, আল-বাহরুর রায়েক : খণ্ড-২, পৃষ্ঠা-২০৬, আদ্ দুরুরুল মুখতার মা'আ রদ : খণ্ড-২, পৃষ্ঠা-২৬২

৬৯. সাহেবে নেসাব : যে ব্যক্তির কাছে যাকাত ফরয হওয়া-পরিমাণ সম্পদ থাকে, তাকে সাহেবে নেসাব বা নেসাবের অধিকারী বলে। -সম্পাদক

৭০. ফাতাওয়া হিন্দিয়া : খণ্ড-১, পৃষ্ঠা-১৮৯, আল-বাহরুর রায়েক : খণ্ড-২, পৃষ্ঠা-২৪৪

৭১. বাদায়েউস্ সানায়ে': খণ্ড-২, পৃষ্ঠা-২০, ১৫,আল-বাহরুর রায়েক: খণ্ড-২, পৃষ্ঠা-২২৮; ২০২ ফাতাওয়া শামী: খণ্ড-২, পৃষ্ঠা-২৯৮, ফাতাওয়ায়ে হিন্দিয়া : খণ্ড-১, পৃষ্ঠা-১৭৯, তাতারখানিয়া : খণ্ড-২, পৃষ্ঠা-২৩৭, ফাতহুল কাদীর : খণ্ড-২, পৃষ্ঠা-১৬৫, রদ্দুল মুহতার : খণ্ড-২, পৃষ্ঠা-২৫৯

৭২. আদ্ দুরুরুল মুখতার শামী : খণ্ড-২, পৃষ্ঠা-২৭৬

ই

❒ ইন্স্যুরেন্সের টাকার যাকাত

ইন্স্যুরেন্সের মধ্যে সূদ এবং জুয়া উভয়টিই অন্তর্ভুক্ত। ইসলামে সূদ ও জুয়া উভয়টিই হারাম। এ জন্য ইন্স্যুরেন্স করা বা করানো জায়েয নয়।[৭৩]

সূদ এই কারণে যে, দুর্ঘটনার কবলে পড়লে জমাকৃত টাকা থেকে অতিরিক্ত টাকা পাওয়া যায়, আর অতিরিক্ত টাকা সূদ। আর জুয়া হলো এই কারণে যে, যদি কোনো দুর্ঘটনা না-ঘটে, তাহলে জমাকৃত টাকা ফেরত পাওয়া যায় না, আর ইন্স্যুরেন্স কোম্পানী এই টাকার মালিক হয়ে যায় তখন এটা হয় জুয়া। (এ সম্পর্কে বিস্তারিত জানার জন্য মুফতী শফী রহ. এবং মুফতী ওলী হাসান রহ.-এর লিখিত "বীমায়ে জিন্দেগী" নামক কিতাব দেখে নিতে পারেন।)

যদি কেউ বীমা করে থাকেন, তাহলে তা বন্ধ করে দেওয়া উচিত। নতুবা সূদী লেনদেনে অংশীদার থাকার কারণে গুনাহগার হবেন। তথাপি এই বীমা বন্ধ না-করা পর্যন্ত আসল টাকার উপর যাকাত ফরয হবে এবং অতিরিক্ত টাকা নেওয়া জায়েয হবে না। তারপরও কোনো ব্যক্তি যদি অতিরিক্ত টাকা নিয়ে নেয়, তাহলে ফিরিয়ে দেওয়া সম্ভব হলে তা ফেরত দেবে। আর সম্ভব না-হলে সওয়াবের নিয়ত ছাড়া কোনো গরীব-মিসকীনকে দিয়ে দেবে।[৭৪]

❒ ইনকাম ট্যাক্স

ইনকাম ট্যাক্স আদায় করার দ্বারা যাকাত আদায় হবে না। বরং শতকরা আড়াই টাকা হারে হিসাব করে পৃথকভাবে যাকাত আদায় করা ফরয।[৭৫]

❒ ইমাম সাহেবকে বেতন হিসেবে যাকাত দেওয়া

কোনো-কোনো এলাকায় ইমামের জন্য কোনো বেতন-ভাতা নির্ধারণ করা হয় না। প্রথা হিসেবে মুসল্লিগণ এবং এলাকার অন্যান্য লোকজন ইমাম সাহেবকে যাকাত প্রদান করে থাকে। আর ইমাম সাহেব এর বিনিময়ে নামায পড়াতে থাকেন। শরয়ী দৃষ্টিকোণ থেকে এ প্রদ্ধতি জায়েয নেই। যাকাত প্রদানকারী

---

৭৩. সূরা বাকারা, আয়াত : ২৭৫, সূরা মায়েদা, আয়াত : ৯০

৭৪. ফাতাওয়া আল-কামেলিয়্যাহ ফিল হাওয়াদিসিল তরাবলুসিয়্যাহ : পৃষ্ঠা-১৫, ফাতাওয়ায়ে হিন্দিয়া : খণ্ড-২, পৃষ্ঠা-৩৪৯, ফাতাওয়া শামী : খণ্ড-৬, পৃষ্ঠা-৩৮৫, খণ্ড-২, পৃষ্ঠা-২৯১

৭৫. আলমগীরী : খণ্ড-১, পৃষ্ঠা-১৭০, আল-বাহরুর রায়েক : খণ্ড-২, পৃষ্ঠা-২০১, ফাতাওয়া শামী : খণ্ড-২, পৃষ্ঠা-২৫৭-২৫৮

এরূপ লোকদের যাকাত আদায় হবে না। কেননা, এটা বিনিময়ের মতো। আর বিনিময় হিসেবে যাকাত প্রদান করলে, যাকাত আদায় হবে না।[৭৬]

তবে ইমাম সাহেবকে যদি ইমামতীর বেতন-ভাতা পৃথকভাবে দেওয়া হয়, অপর দিকে ইমাম সাহেব গরীব, অভাবগ্রস্ত ও ঋণী হওয়ার কারণে তাকে আলাদাভাবে যাকাত দেওয়া হয়, তাহলে সহীহ হবে। যাকাত আদায় হয়ে যাবে এবং ইমাম সাহেবকে সহযোগিতা করাও হয়ে যাবে।[৭৭]

❐ ইমাম সাহেবকে যাকাত দেওয়া

১. ইমাম সাহেব যদি গরীব হন, যাকাতের নেসাবের মালিক না-হন অথবা ঋণী হন, তাহলে ইমাম সাহেবকে যাকাত দেওয়া এবং ইমাম সাহেবের জন্যে যাকাত গ্রহণ করা জায়েয হবে। এমতাবস্থায় কমিটি ও মুসল্লিদের জন্য উচিত হলো, অন্যদের উপর ইমাম সাহেবকে অধিক প্রাধান্য দেওয়া। যাতে তিনি জীবিকা নির্বাহের পেরেশানী থেকে মুক্ত হয়ে দীনের কাজ করতে পারেন।[৭৮]

২. ইমাম সাহেব যদি গরীব না-হন, বরং যাকাতের নেসাব পরিমাণ মালের মালিক হন, তাহলে জেনে-শুনে এমন ইমাম সাহেবকে যাকাত দেওয়া এবং ইমাম সাহেবের জন্য যাকাত গ্রহণ করা জায়েয হবে না।[৭৯]

৩. যাকাত এবং ওয়াজিব সদকার টাকা ইমাম সাহেবকে ইমামতীর বিনিময়ে বেতন-ভাতা হিসেবে দেওয়া জায়েয নেই। কেননা, যাকাতের টাকা বিনিময় ছাড়া কাউকে মালিক বানিয়ে দেওয়া শর্ত। কোনো জিনিসের বিনিময়ে দিলে যাকাত আদায় হবে না।[৮০]

৪. কোনো-কোনো অঞ্চলে মসজিদের ইমাম সাহেবকে সর্বাবস্থায় যাকাতের উপযুক্ত মনে করে। এটাও ঠিক নয়। কারণ, যাকাত পাওয়ার যোগ্য হলে তাকে দেওয়া হবে, নতুবা নয়।[৮১]

---

৭৬. আলমগীরী : খণ্ড-১, পৃষ্ঠা-১৯০, তাতারখানিয়া : খণ্ড-২, পৃষ্ঠা-২৭৮, ফাতাওয়া শামী : খণ্ড-২, পৃষ্ঠা-৩৫৬

৭৭. আলমগীরী : খণ্ড-১, পৃষ্ঠা-১৮৭, রদ্দুল মুহতার : খণ্ড-২, পৃষ্ঠা-৩৩৯, আল-বাহরুর রায়েক : খণ্ড-২, পৃষ্ঠা-২৪০, বাদায়েউস্ সানায়ে' : খণ্ড-২, পৃষ্ঠা-৪৩

৭৮. ফাতাওয়ায়ে হিন্দিয়া : খণ্ড-১, পৃষ্ঠা-১৮৭, ফাতাওয়া শামী : খণ্ড-২, পৃষ্ঠা-২৫৪

৭৯. আলমগীরী : খণ্ড-১, পৃষ্ঠা-১৯০, ফাতাওয়া শামী : খণ্ড-২, পৃষ্ঠা-৩৫২, আল-বাহরুর রায়েক : খণ্ড-২, পৃষ্ঠা-২৪৭

৮০. আল-বাহরুর রায়েক : খণ্ড-২, পৃষ্ঠা-২০১, ফাতাওয়ায়ে হিন্দিয়া : খণ্ড-১, পৃষ্ঠা-১৭০, ফাতাওয়া শামী : খণ্ড-২, পৃষ্ঠা-২৫৭, ৩৫৬, আলমগীরী : খণ্ড-১, পৃষ্ঠা-১৯০, তাতারখানিয়া : খণ্ড-২, পৃষ্ঠা-২৭৮

৮১. আলমগীরী : খণ্ড-১, পৃষ্ঠা-১৮৯, ফাতাওয়া শামী : খণ্ড-২, পৃষ্ঠা-৩৪৭, আল-বাহরুর রায়েক : খণ্ড-২, পৃষ্ঠা-২৪৪

বরং ইমাম সাহেবের সাহায্যের প্রয়োজন হলে যাকাতের পরিবর্তে নফল সদকা এবং হাদিয়া-তোহফা দিয়ে সাহায্য করা উচিত।[৮২]

❒ ইয়াকুত পাথরের যাকাত

১. ইয়াকুত পাথর ব্যবসার জন্য না-হলে, যাকাত ফরয হবে না।[৮৩]

২. ইয়াকুত যদি ব্যবসার জন্য হয়, তার মূল্য নেসাব বরাবর বা তার চেয়ে বেশি হয় অথবা ওই ব্যক্তি পূর্ব থেকেই সাহেবে নেসাব হয়, এক্ষেত্রে ইয়াকুত পাথরের বিক্রয় মূল্যের উপর বার্ষিক শতকরা আড়াই টাকা হারে যাকাত আদায় করতে হবে।[৮৪]

ঈ

❒ ঈসালে সওয়াবের জন্য যাকাতের টাকা দেওয়া

মৃত ব্যক্তির ঈসালে সওয়াবের জন্য যাকাতের টাকা দেওয়া জায়েয নেই। বরং ঈসালে সওয়াবের জন্য যাকাত এবং ওয়াজিব সদকা ব্যতীত অন্যান্য হালাল টাকা দেওয়া আবশ্যক। নতুবা মৃত ব্যক্তির নিকট সওয়াব পৌঁছবে না।[৮৫]

❒ ঈদ উপলক্ষে যাকাতের টাকা দিয়ে বখশিশ দেওয়া

যাকাতের হকদার ব্যক্তিদেরকে ঈদের বখশিশ নামে যাকাতের টাকা দেওয়া জায়েয। অবশ্য দেওয়ার সময় মনে-মনে যাকাতের নিয়ত করে নেবে।[৮৬]

উ

❒ উকিলকে[৮৭] যাকাত প্রদানের পূর্ণ এখতিয়ার দেওয়া

১. যাকাতদাতা উকিলকে বলল, যাকাতের এই টাকা যাকে চাও দিয়ে দাও

---

৮২. আদ্ দুররুল মুখতার মা'আ রদ্দিল মুহতার : খণ্ড-৫, পৃষ্ঠা-৩৮৭

৮৩. আলমগীরী : খণ্ড-১, পৃষ্ঠা-১৮০, আল-বাহরুর রায়েক: খণ্ড-২, পৃষ্ঠা-২৪৩, তাতারখানিয়া : খণ্ড-২, পৃষ্ঠা-২৭২, আদ্ দুররুল মুখতার মা'আ রদ্দিল মুহতার : খণ্ড-২, পৃষ্ঠা-৩৪৪

৮৪. প্রাগুক্ত

৮৫. আলমগীরী : খণ্ড-১, পৃষ্ঠা-১৮৮, আল-বাহরুর রায়েক খণ্ড-২, পৃষ্ঠা-২৪৩, ফাতাওয়া শামী : খণ্ড-২, পৃষ্ঠা-৩৪৪, তাতারখানিয়া : খণ্ড-২/২৭২, বাদায়েউস্ সানায়ে : খণ্ড-২, পৃষ্ঠা-৩৯

৮৬. আদ্ দুররুল মুখতার শামী : খণ্ড-২, পৃষ্ঠা-২৫৬ তাতারখানিয়া : খণ্ড-২, পৃষ্ঠা-২৭৮ ফাতাওয়ায়ে হিন্দিয়া : খণ্ড-১, পৃষ্ঠা-১৯০ আল-বাহরুর রায়েক : খণ্ড-২, পৃষ্ঠা-২১২

৮৭. উকিল বানানোর অর্থ হলো, কাউকে যাকাত পৌঁছে দেওয়ার জন্য দায়িত্ব প্রদান করা। এক্ষেত্রে দায়িত্বপ্রাপ্ত ব্যক্তিকে বলা হয় 'উকিল' আর দায়িত্ব প্রদানকারীকে বলা হয় 'মুয়াক্কেল' বা 'মক্কেল'। –সম্পাদক

তাহলে উকিলের জন্য আবশ্যক হলো, যাকাতের এই টাকা যাকাতের হকদার কোনো ব্যক্তিকে দিয়ে দেওয়া। এই টাকা উকিলের নিজের জন্য খরচ করা জায়েয হবে না।[৮৯]

২. মালিকের পক্ষ থেকে উকিলকে বলা হলো, 'যাকে চাও দিয়ে দাও' এক্ষেত্রে উকিল যদি এই টাকা নিজের জন্য খরচ করে, তাহলে মালিকের যাকাত আদায় হবে না। উকিলের জিম্মায় ক্ষতিপূরণ ওয়াজিব হবে।[৯০]

৩. 'যাকে চাও দিয়ে দাও' এ বাক্যের উদ্দেশ্য হলো, উকিল বানানো। অর্থাৎ, অন্যের উপর দায়িত্ব অর্পণ করা। মালিক বানানো নয়। সুতরাং অন্য কোনো ব্যক্তিকে দিয়ে দেওয়া আবশ্যক হবে। সে নিজের জন্য খরচ করতে পারবে না। নতুবা উকালতির জিম্মাদারী আদায় হবে না।[৯১]

❒ উকিল অন্য কাউকে তার প্রতিনিধি বানাতে পারবে

কাউকে যাকাতের টাকা আদায়ের জন্য উকিল নিযুক্ত করলে, সে নিজেই কোনো দরিদ্রকে দিতে পারবে কিংবা কাউকে প্রতিনিধি বানিয়ে যাকাত আদায়ের দায়িত্ব হস্তান্তরও করতে পারবে।[৯২]

❒ উকিল কখন নিজে যাকাত নিতে পারবে

যাকাত গ্রহণের উপযুক্ত উকিল, মালিকের যাকাত নিজের কাজে ব্যয় করা এবং নিজে রেখে দেওয়া জায়েয নেই। তবে মালিক যদি এ কথা বলে দেয় যে, "যেখানে ইচ্ছা খরচ কর" এক্ষেত্রে উকিল যদি নিজেই যাকাত গ্রহণের উপযুক্ত হয়, তাহলে নিজে রাখতে পারবে এবং নিজের ব্যক্তিগত কাজে ব্যবহার করতে পারবে।[৯২]

❒ উকিল কর্তৃক যাকাতের টাকায় পণ্য ক্রয় করে দেওয়া

উকিলের জন্য মুআক্কিলের তথা যাকাতদাতার অনুমতি ব্যতীত যাকাতের টাকা

---

৮৮. আল-বাহরুর রায়েক : খণ্ড-২, পৃষ্ঠা-২১১; আল-ফিকহুল ইসলামী ওয়া আদিল্লাতুহু : খণ্ড-২, পৃষ্ঠা-৮৯১; ফাতাওয়া শামী : খণ্ড-২, পৃষ্ঠা-২৬৯

৮৯. প্রাগুক্ত

৯০. ফাতাওয়া শামী : খণ্ড-২, পৃষ্ঠা-২৬৯

৯১. ফাতাওয়া শামী : খণ্ড-২, পৃষ্ঠা-২৭০, বাজ্জাজিয়াহ আলা হামিশিল হিন্দিয়া : খণ্ড-৪, পৃষ্ঠা-৮৬, রদ্দুল মুহতার : খণ্ড-২, পৃষ্ঠা-২৬৯, তাতারখানিয়া : খণ্ড-২, পৃষ্ঠা-২৮৪, আল-বাহরুর রায়েক : খণ্ড-২, পৃষ্ঠা-২১১, খোলাসাতুল ফাতাওয়া : খণ্ড-১, পৃষ্ঠা-২৪৪

৯২. আল-বাহরুর রায়েক : খণ্ড-২, পৃষ্ঠা-২১১, ফাতাওয়া শামী : খণ্ড-২, পৃষ্ঠা-২৬৯, তাতারখানিয়া : খণ্ড-২, পৃষ্ঠা-২৮৪

দিয়ে কোনো জিনিস যেমন : কাপড়, জুতা, খাদ্যদ্রব্য, ফল ইত্যাদি ক্রয় করে দেওয়া জায়েয নেই।[৯৩]

অবশ্য মুআক্কিলের পক্ষ থেকে প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ অনুমতি পাওয়া গেলেই তা জায়েয হবে।

❒ উকিল কর্তৃক যাকাতের টাকা পরিবর্তন করা

১. এক ব্যক্তি গরীব-মিসকীনদেরকে দেওয়ার জন্য যাকাতের কিছু টাকা উকিলকে দিয়েছে। উকিল উক্ত টাকার মধ্যে কিছু পরিবর্তন ঘটায়। অর্থাৎ, দশ টাকার দশটি নোট নিয়ে ১০০ টাকার একটি নোট রেখে দেয়। ১০০ টাকার নোট গরীবদেরকে দিয়ে দেয়। এক্ষেত্রে যাকাত আদায় হয়ে যাবে।

তবে যাকাতের টাকা পরিবর্তন বৈধ হওয়া না-হওয়া মুআক্কিলের প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ অনুমতির উপর ভিত্তিশীল। যদিও সামাজিক প্রচলনে তার পরোক্ষ অনুমতি রয়েছে, তথাপি প্রত্যক্ষ অনুমতি নিয়ে নেওয়া উত্তম।[৯৪]

২. মুআক্কিল তথা যাকাতদাতা গরীব-মিসকীনকে দেওয়ার জন্য যাকাতের কিছু টাকা উকিলকে দিয়েছে। কিন্তু উকিল গরীব-মিসকীনকে হুবহু ওই টাকা দেয়নি। বরং নিজের পকেট থেকে দিয়ে দিয়েছে। আর সে মনে-মনে খেয়াল করে নিয়েছে যে, মুআক্কিলের দেওয়া টাকা থেকে নিয়ে নেবে। এক্ষেত্রে যাকাত আদায় হয়ে যাবে। তবে শর্ত হলো উকিলের নিকট মুআক্কিলের দেওয়া টাকা মজুদ থাকা এবং উকিল তার টাকার পরিবর্তে মুআক্কিলের টাকা গ্রহণ করে নেওয়া।[৯৫]

৩. উকিল মুআক্কিলের দেওয়া যাকাতের টাকা গরীব-মিসকীনকে না-দিয়ে খরচ করে ফেলে। পরবর্তী সময়ে নিজের টাকা থেকে গরীব-মিসকীনকে দিয়ে দেয়। তাতে মুআক্কিলের যাকাত আদায় হবে না।[৯৬]

৪. উকিল মুআক্কিলের দেওয়া টাকা নিজের কাছে রাখল। কিন্তু গরীব ব্যক্তিকে নিজের পক্ষ থেকে টাকা দেওয়ার সময় এ নিয়ত করেনি যে, এখন আমি আমার পকেট থেকে মুআক্কিলের যাকাত আদায় করে দিচ্ছি। পরবর্তী সময়ে মুআক্কিলের টাকা নিয়ে নেব, তাহলেও যাকাত আদায় হবে না। তাই মুআক্কিলের জন্য জরুরী হলো পুনরায় যাকাত আদায় করা।[৯৭]

---

৯৩. আহসানুল ফাতাওয়া : খণ্ড-৪, পৃষ্ঠা-২৯০, আল-বাহরুর রায়েক : খণ্ড-২, পৃষ্ঠা-২১১

৯৪. আহসানুল ফাতাওয়া : খণ্ড-৪, পৃষ্ঠা-২৯০, আল-বাহরুর রায়েক : খণ্ড-২, পৃষ্ঠা-২১১

৯৫. আদ্ দুরুরুল মুখতার শামী : খণ্ড-২, পৃষ্ঠা-২৬৯

৯৬. রদ্দুল মুহতার : খণ্ড-২, পৃষ্ঠা-২৬৯

৯৭. প্রাগুক্ত

তবে নিজের পকেট থেকে টাকা দেওয়ার সময় যদি এ নিয়ত করে নেয় যে, এখন আমি আমার পকেট থেকে দিচ্ছি, পরবর্তী সময়ে মুআক্কিলের টাকা থেকে নিয়ে নেব, তাহলে মুআক্কিলের যাকাত আদায় হয়ে যাবে।[৯৮]

৫. মুআক্কিলের অনুমতি ব্যতীত উকিলের জন্য মুআক্কিলের যাকাতের টাকা নিজের টাকার সঙ্গে মিশ্রিত করা জায়েয নেই। এ কারণে উকিলের জন্য জরুরী হলো, মুআক্কিলের যাকাতের টাকা পৃথক করে রাখা।[৯৯]

❒ উকিল তার নিকটাত্মীয়দের যাকাত দিতে পারবে

১. কাউকে যাকাত আদায়ের জন্য উকিল বানানো হলে, সে তার নিকটাত্মীয়দের যাকাত দিতে পারবে।

২. যাকাত পাওয়ার উপযুক্ত হলে, উকিল তার সন্তান, স্ত্রী, মাতা-পিতাকেও মালিকের যাকাত দিতে পারবে।[১০০]

৩. অবশ্য উকিল তার নিজের যাকাত তাদেরকে দিতে পারবে না।[১০১]

❒ উকিল যাকাত গ্রহণের উপযুক্ত হলে

জনৈক ব্যক্তি যাকাত গ্রহণের উপযুক্ত ব্যক্তিকে উকিল নিয়োগ করল, যাতে সে যাকাতের টাকা যাকাত গ্রহণের উপযুক্ত ব্যক্তিকে দিয়ে দেয়। উকিলের জন্য জরুরী হলো, সে যেন কোনো গরীব ব্যক্তিকে যাকাতের টাকা দিয়ে দেয়। চাই সে গরীব ব্যক্তি নিজের আত্মীয় হোক না কেন। উকিল নিজে গরীব হলেও এই যাকাতের টাকা নিজ ব্যক্তিগত কাজে ব্যবহার করা জায়েয হবে না।[১০২]

অবশ্য যদি যাকাতদাতা যাকাতের টাকা দেওয়ার পর উকিলকে বলে, "যা ইচ্ছা করো, যাকে ইচ্ছা দিয়ে দাও" এক্ষেত্রে যাকাতের টাকা উকিল নিজের ব্যক্তিগত কাজে ব্যবহার করা জায়েয হবে, যদি সে যাকাত গ্রহণের উপযুক্ত হয়।[১০৩]

উভয়ের মধ্যে পার্থক্য হলো এই যে, প্রথম ক্ষেত্রে উকিল ব্যতীত অন্য ব্যক্তিকে ব্যয়খাত বানানো হয়েছে। আর দ্বিতীয় ক্ষেত্রে উকিলকে বাদ দিয়ে অন্য কাউকে ব্যয়খাত বানানো হয়নি।

---

৯৮. প্রাগুক্ত

৯৯. আল-বাহরুর রায়েক : খণ্ড-২, পৃষ্ঠা-২১০, তাতারখানিয়া : খণ্ড-২, পৃষ্ঠা-২৮৬

১০০. রদ্দুল মুহতার : খণ্ড-২, পৃষ্ঠা-২৬৯, আল-বাহরুর রায়েক : খণ্ড-২, পৃষ্ঠা-২১১

১০১. আলমগিরী : খণ্ড-১, পৃষ্ঠা-১৮৮, আল-বাহরুর রায়েক : খণ্ড-২, পৃষ্ঠা-২০১, ২৪৩, ফাতহুল কাদীর : খণ্ড-২, পৃষ্ঠা-২০৯, ফাতাওয়া শামী : খণ্ড-২, পৃষ্ঠা-৩৪৬

১০২. আল-বাহরুর রায়েক : খণ্ড-২, পৃষ্ঠা-২১১, তাতারখানিয়া : খণ্ড-২, পৃষ্ঠা-২৮৪, রদ্দুল মুহতার : খণ্ড-২, পৃষ্ঠা-২৬৯

১০৩. আল-বাহরুর রায়েক : খণ্ড-২, পৃষ্ঠা-২১১, তাতারখানিয়া : খণ্ড-২, পৃষ্ঠা-২৮৪, ফাতাওয়া শামী : খণ্ড-২, পৃষ্ঠা-২৬৯

❒ উকিল যাকাত আদায়ের পূর্বেই মুআক্কিলের মৃত্যু হলে

মুআক্কিল যাকাতের নিয়তে যাকাতের টাকা উকিলকে দিয়ে দিল। এখনো উকিল যাকাত আদায় করেনি, ইতোমধ্যে মুআক্কিলের ইন্তেকাল হয়ে গেল। এ টাকার হুকুম হলো : মৃত ব্যক্তি যদি অসিয়ত করে থাকে, তাহলে যাকাত হিসেবে দিয়ে দেবে। কেননা, তা মৃত ব্যক্তির পরিত্যক্ত সম্পদের এক তৃতীয়াংশের কম।

আর মৃত ব্যক্তি যদি অসিয়ত না-করে থাকে, তাহলে উক্ত টাকা পরিত্যক্ত সম্পদের সঙ্গে অন্তর্ভুক্ত করে ওয়ারিশদের মাঝে বণ্টন করে দেবে। কেননা, উকিল গরীবের স্থলাভিষিক্ত নয়। আর মুআক্কিলের মৃত্যুর কারণে উকিলের ওকালত শেষ হয়ে গেছে। এ জন্য মুআক্কিলের মৃত্যুর পর উকিলের জন্যে উক্ত টাকা যাকাত হিসেবে ব্যয় করার অধিকার নেই।

তবে সকল ওয়ারিশ যদি বালেগ হয়, সকলেই সন্তুষ্টচিত্তে যাকাত আদায় করে দেয়, তাহলে মৃতের উপর অনেক বড় এহসান হবে।[১০৪]

❒ উকিলের টাকার সঙ্গে মুআক্কিলের টাকা মিশ্রিত করা

১. উকিল নিজের টাকার সঙ্গে মুআক্কিলের যাকাতের টাকা মিশ্রিত করা জায়েয নেই।

২. তবে মুআক্কিলের পক্ষ থেকে যদি অনুমতি থাকে তাহলে জায়েয হবে।[১০৫]

❒ উকিলের কাছ থেকে যাকাতের টাকা হারিয়ে গেলে

যদি উকিলের নিকট থেকে মুআক্কিলের যাকাতের টাকা হারিয়ে যায়, তাহলে মুআক্কিলের যাকাত আদায় হবে না। উকিল যদি টাকা সংরক্ষণে কোনো প্রকার ত্রুটি না-করে, তাহলে উক্ত টাকার ক্ষতিপূরণ দিতে হবে না।

তবে উকিল যদি উক্ত টাকা সংরক্ষণে গাফলতি ও ত্রুটি করে, তাহলে তাকে ক্ষতিপূরণ দিতে হবে।[১০৬]

❒ উটের যাকাত

একটি উট থেকে চারটি উট পর্যন্ত যাকাত মাফ। চার উট পর্যন্ত যাকাত ফরয হয় না। এর পরবর্তী হিসাব অন্য কিতাবে দেখে নেবেন।[১০৭]

---

১০৪. তাতারখানিয়া : খণ্ড-২, পৃষ্ঠা-২৯৬, আল-বাহরুর রায়েক : খণ্ড-২, পৃষ্ঠা-২১১, বাদায়েউস্ সানায়ে' : খণ্ড-২, পৃষ্ঠা-৫৩

১০৫. ফাতাওয়া শামী : খণ্ড-২, পৃষ্ঠা-২৬৯, তাতারখানিয়া : খণ্ড-২, পৃষ্ঠা-২৮৬, আল-বাহরুর রায়েক : খণ্ড-২, পৃষ্ঠা-২১০

১০৬. আল-বাহরুর রায়েক : খণ্ড-২, পৃষ্ঠা-২১১, রদ্দুল মুহতার : খণ্ড-২, পৃষ্ঠা-২৬৯

১০৭. আদ্ আদ্ দুররুল মুখতার মাআ' রদ্দিল মুহতার: খণ্ড-২, পৃষ্ঠা-২৭৭, হিন্দিয়া : খণ্ড-১, পৃষ্ঠা-১৭৭, আল-বাহরুর রায়েক : খণ্ড-২, পৃষ্ঠা-২১৩

❒ উত্তরাধিকারসূত্রে পাওয়া সম্পদের যাকাতের বিধান

১. মৃতের পরিত্যক্ত সম্পত্তি বণ্টন করার পর, প্রত্যেক ওয়ারিশ অংশ হিসেবে যে পরিমাণ সম্পদ পাবে, যদি তা নেসাব সমপরিমাণ হয়, আর সে বালেগ হয়, তাহলে যাকাত ফরয হবে। আর নাবালেগ হলে, তার উপর যাকাত ফরয হবে না।[১০৮]

২. ওয়ারিশ যদি পূর্ব থেকেই নেসাবের মালিক হয়ে থাকে তাহলে তার নেসাবের বছর পূর্ণ হওয়ার পর উত্তরাধিকারসূত্রে পাওয়া সম্পদেরও যাকাত আদায় করতে হবে। যদিও উত্তরাধিকারসূত্রে সম্পদ পাওয়ার পর সম্পদের উপর বছর অতিবাহিত না-হয়।

উত্তরাধিকারী পূর্ব থেকেই যদি নেসাবের মালিক না-হয়, উত্তরাধিকারসূত্রে সম্পদ পাওয়ার পর নেসাবের মালিক হয়, তাহলে উত্তরাধিকারসূত্রে পাওয়া সম্পদের উপর এক বছর পূর্ণ হওয়ার পর যাকাত ফরয হবে, এর পূর্বে নয়।[১০৯]

৩. এক ব্যক্তির ইন্তেকাল হয় তিন বছর পূর্বে। উত্তরাধিকারসূত্রে তিন বছর পর তার কোনো ওয়ারিশ সম্পদ বা অর্থ পেয়েছে। সেক্ষেত্রে তাকে পূর্ববর্তী তিন বছরের যাকাত আদায় করতে হবে না। কেননা, অগ্রাধিকার প্রাপ্ত মতানুসারে এটি "দুর্বল ঋণ"। আর দুর্বল ঋণ থেকে বিগত বছরের যাকাত আদায় করা আবশ্যক নয়। এ জন্য ওয়ারিশী সম্পদ বণ্টনে বিলম্ব না-করা উচিত। নতুবা বণ্টনে বিলম্বকারী গুনাহগার হবে।[১১০]

৪. যদি সকল ওয়ারিশ সন্তুষ্টচিত্তেই একান্নভুক্ত হিসেবে বসবাস করে থাকে আর প্রত্যেকের অংশে নেসাব পরিমাণ অথবা তার চেয়েও বেশি সম্পদ আছে, সেক্ষেত্রে প্রতি বছরে যৌথভাবে অথবা পৃথকভাবে যাকাত আদায় করতে হবে।[১১১]

❒ উদাসীনতার কারণে যাকাত না-দিলে

নেসাবের মালিক উদাসীনতার কারণে বা অন্য কোনো কারণে বিগত এক বছরের

---

১০৮. আলমগীরী : খণ্ড-১, পৃষ্ঠা-১৭৩, ফাতাওয়া শামী : খণ্ড-২, পৃষ্ঠা-২৫৮; বাদায়েউস্ সানায়ে : খণ্ড-২, পৃষ্ঠা-৪; আল-বাহরুর রায়েক : খণ্ড-২, পৃষ্ঠা-২০২

১০৯. আলমগীরী : খণ্ড-১, পৃষ্ঠা-১৭৫; বাদায়েউস্ সানায়ে : খণ্ড-২, পৃষ্ঠা-১৩ : খণ্ড-২, পৃষ্ঠা-৪৬; ফাতাওয়া শামী : খণ্ড-২, পৃষ্ঠা-২৮৮; আল-বাহরুর রায়েক : খণ্ড-২, পৃষ্ঠা-২২২

১১০. আল-মাবসূত লিস সারাখসী : খণ্ড-৩, পৃষ্ঠা-৪১

১১১. ফাতাওয়া শামী : খণ্ড-৪, পৃষ্ঠা-৩২৫; আদ্ দুররুল মুখতার : খণ্ড-২, পৃষ্ঠা-২৫৯; আল-বাহরুর রায়েক : খণ্ড-২, পৃষ্ঠা-২০৩; ফাতাওয়ায়ে হিন্দিয়া : খণ্ড-১, পৃষ্ঠা-১৭৩

যাকাত আদায় করেনি। তা মাফ হবে না। বরং যাকাত আদায় করতে হবে। এই যাকাত আদায়ের পদ্ধতি হলো, পরবর্তী বছরে বর্তমান বছর এবং পেছনের এক বছর উভয় বছরের যাকাত আদায় করবে।[১১২]

আর এক্ষেত্রে হিসাব এভাবে করবে যে, গত বছরের যাকাতবর্ষ পূর্ণ হওয়ার দিন যে পরিমাণ সোনা-রুপা, নগদ টাকা সম্পদ ছিল, প্রথমে ওই সম্পদের যাকাত দিয়ে দেবে। অতঃপর এই বছর যে পরিমাণ সম্পদ, নগদ টাকা ইত্যাদি আছে, এর যাকাত দিয়ে দেবে। আর এই বছর যে পরিমাণ অতিরিক্ত টাকা ইত্যাদি মজুদ হবে তার যাকাতও দিয়ে দেবে।[১১৩]

❒ উপহার/গিফটের নামে যাকাত দেওয়া

যাকাত গ্রহণের উপযুক্ত ব্যক্তিকে গিফট বা উপহারের নামে যাকাত দেওয়া জায়েয। তবে শর্ত হলো, অন্তরে যাকাত দেওয়ার নিয়ত থাকতে হবে।[১১৪]

❒ উপার্জনে সক্ষম ব্যক্তিকে যাকাত দেওয়া

যে গরীব নেসাবের মালিক নয় এবং তার কাছে এই পরিমাণ টাকা নেই, যা দ্বারা নিজের এবং নিজের অধীনস্থদের (ভরণ-পোষণসহ) প্রয়োজনাদি পূরণ হয়। তাকে যাকাত দেওয়া জায়েয। যদিও সে সুস্থ, সবল ও উপার্জনে সক্ষম হয়। কেননা, সে গরীব। আর গরীব যাকাতের ব্যয়খাতের অন্তর্ভুক্ত।

এতদ্ব্যতীত বাস্তব দরিদ্রের সন্ধান পাওয়া দুষ্কর। এ জন্য যদি কেউ যাকাতের নেসাব পরিমাণ মালের মালিক না-হয়, তাহলে নেসাবের মালিক না-হওয়াকেই অভাবগ্রস্ত দরিদ্র হিসেবে গণ্য করা হবে।[১১৫]

❒ উরফ তথা প্রচলন বলতে কি বুঝায়?

১. উরফ এর অর্থ : প্রথা; প্রচলন; রেওয়াজ। প্রত্যেক সমাজের প্রথা ও প্রচলিত রীতিনীতিকে তার উরফ বলা হয়। সুতরাং যেসব মাসআলার ভিত্তি উরফ এর উপর, তার হুকুম উরফ মোতাবেক হবে।[১১৬]

---

১১২. বাদায়েউস্ সানায়ে' : খণ্ড-২, পৃষ্ঠা-৭; আল-বাহরুর রায়েক : খণ্ড-২, পৃষ্ঠা-২০৪; রদ্দুল মুহতার : খণ্ড-২, পৃষ্ঠা-২৬০

১১৩. বাদায়েউস্ সানায়ে' : খণ্ড-২, পৃষ্ঠা-১৩; আল-বাহরুর রায়েক : খণ্ড-২, পৃষ্ঠা-২২২; আদ্ দুররুল মুখতার মা'আ' রদ্দিল মুহতার: খণ্ড-২, পৃষ্ঠা-২৮৮

১১৪. ফাতাওয়ায়ে হিন্দিয়া : খণ্ড-১, পৃষ্ঠা-১৭১, আল-বাহরুর রায়েক : খণ্ড-২, পৃষ্ঠা-২১২

১১৫. ফাতাওয়ায়ে হিন্দিয়া : খণ্ড-১, পৃষ্ঠা-১৮৯

১১৬. শরহে উক্বূদে রসমুল মুফতী : পৃষ্ঠা-১১৭, ১১৮

যেমন : কোনো-কোনো সমাজের প্রচলন হলো যে, বিয়ের সময় নববধূকে যে অলংকার দেওয়া হয়, তা মালিকানা হিসেবে দেওয়া হয় না, বরং ধার হিসেবে ব্যবহার করতে দেওয়া হয়, ওইসব অলংকারের মালিক স্বামী হবে, স্ত্রী নয়। এমন সব অলংকারের যাকাত স্বামী আদায় করবে, স্ত্রী নয়।

আল্লাহ না করুন, স্বামী যদি স্ত্রীকে তালাক দিয়ে দেয়, তাহলে এই অলংকার স্বামী পাবে। তালাকপ্রাপ্তা স্ত্রীর জন্য নেওয়া জায়েয হবে না। এমন সমাজে বিয়ে হলে, স্ত্রী যদি অলংকারের মালিক হতে চায়, তাহলে শুরুতেই শর্ত করে নেবে যে, স্বামীর পক্ষ থেকে স্ত্রীকে যে সব অলংকার দেওয়া হবে, এগুলোর মালিক স্ত্রী হবে। তখন স্ত্রী মালিক হবে। যাকাতও স্ত্রীকেই আদায় করতে হবে।

২. আর যদি সমাজের প্রথা-প্রচলন এমন হয় যে, নববধূকে যেসব অলংকার দেওয়া হয়, তা শুধু ব্যবহারের জন্য দেওয়া হয় না, বরং নববধূকে মালিক বানিয়ে দেওয়া হয়, তাহলে অলংকারের যাকাত স্ত্রীকে আদায় করতে হবে।

তালাক হয়ে গেলে এইসব অলংকার স্ত্রীই পাবে, স্বামী পাবে না। এই অলংকার ফিরিয়ে নেওয়ার অধিকার স্বামীর থাকবে না।[১১৭]

যদি স্বামীর অলংকার ফিরিয়ে নেওয়ার ইচ্ছা থাকে, তাহলে দেওয়ার সময়ই বলে দেবে যে, শুধু ব্যবহারের জন্য দেওয়া হয়েছে। মালিকানা হিসেবে দেওয়া হয় নাই। এই অলংকারের যাকাত স্বামীকেই আদায় করতে হবে।

❒ উশর[১১৮] অনাদায়ী থাকলে

জনৈক ব্যক্তির জিম্মায় বিগত বছরের উশর অনাদায়ী রয়ে গেছে। এখনো তা আদায় করেনি। তার উশর রহিত হবে না; বরং বিগত বছরের উশর আদায় করা ওয়াজিব। অনাদায়ে মৃত্যুকালে অসিয়ত করে যাওয়াও তার জন্য ওয়াজিব।[১১৯]

---

১১৭. আদ্ দুরুরুল মুখতার শামী : খণ্ড-৫, পৃষ্ঠা-৬৯০

১১৮. উশর : ফসলের যাকাত। শাব্দিক অর্থ : একদশমাংশ। পরিভাষায়: মুসলিম নাগরিকের কাছ থেকে তার "উশরী" জমিতে উৎপন্ন ফসলের যে এক-দশমাংশ বা এক-বিশাংশ যাকাত বা সাদাকাহ হিসেবে নেওয়া হয়, তাকে উশর বলে। আর উশরী জমি হলো: যে জমির মালিকানা থাকা-অবস্থায় মালিক ইসলাম গ্রহণ করেছে। কাফেরদের কাছ থেকে যুদ্ধজয়ের মাধ্যমে যে জমি করায়ত্ত করা হয়, তা উশরী জমি নয়। তাছাড়া আরবদেশের সকল জমিই উশরী জমি– সেগুলোর মালিক স্বেচ্ছায় ইসলাম গ্রহণ করুক কিংবা যুদ্ধজয়ের মাধ্যমে তা মুসলমানদের হস্তগত হোক। (মাউসুআহ ফিকহিয়্যাহ কুওয়াইতিয়্যাহ : ১৯/৫৩; ৩/১১৯) –সম্পাদক

১১৯. আদ দুরুরুল মুখতার মা'আর রদ : খণ্ড-২, পৃষ্ঠা-৩৩২ আল-বাহরুর রায়েক : খণ্ড-২, পৃষ্ঠা-২৩৭ বাদায়েউস্ সানায়ে' : খণ্ড-২, পৃষ্ঠা-৫৩